CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 June 2022 ■ আগরতলা ২৬ জুন, ২০২২ ইং ■ ১২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ চার আসনে উপনির্বাচনের ভোট গণনা

সেমিফাইনালের ফল নিয়ে উৎকন্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের সেমিফাইনালের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে ত্রিপুরাবাসী। আগামীকাল ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা হবে। শক্তি ও মর্যাদার লড়াই হিসেবেই এই উপনির্বাচনকে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাই, আগামীকাল গণনা কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। চারটি আসনে তিনটি কেন্দ্রে আগামীকাল গণনা হবে। স্ট্রং রুমে ইভিএম কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে।

৬-আগরতলা এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হবে উমাকান্ত স্কুলে। তাছাড়া, ৪৬-সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা কমলপুরে এবং ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হবে ধর্মনগরে। ১৪৪ ধারা মোতাবেক সমস্ত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন করার জন্য প্রশাসনের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আগামীকাল গণনা কেন্দ্রে সিসিটিভি-র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সকাল আটটা থেকে গণনা শুরু হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ইভিএম খোলা হবে। সূত্রের খবর, সমস্ত ভিভিপ্যাটের স্লিপও ইভিএমের গণনার সাথে মিলিয়ে দেখা হবে।

কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী স্ট্রং রুম নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও গণনা কেন্দ্রে আশেপাশেও নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী কড়া হাতে সামলাবে। বিরোধীরা ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চেয়েছেন। বামফ্রন্ট মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চেয়ে চিঠি দিয়েছে।এই উপনির্বাচনকে ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল হিসেবে দেখা হচ্ছে। শাসক দল বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। তবুও, বিরোধী কংগ্রেস এবং সিপিএম-কে কোনভাবেই খাটো করে দেখতে চাইছে না রাজনৈতিক মহল। কংগ্রেস-সিপিএমের মিতালী বিজেপির বিরুদ্ধে ময়দানে বাজিমাত করার চেষ্টা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির সাহায্য চাইলেন রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন।। দ্রৌপদী মুর্মুর জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের রাস্তাটি খুব সহজ নয়। কারণ দেশজুড়ে ৫৫৪ জন জনজাতি বিধায়ক এবং ৪৭ জন লোকসভা জনজাতি সাংসদদের ভোটও প্রয়োজন। এর মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির সাহায্য চেয়েছেন প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু।

৫৪৩ লোকসভার সদস্যদের মধ্যে ৪৭ জন সদস্য জনজাতি সম্প্রদায়ের। তাঁদের ভোটের মূল্য ৩২৯০০ এবং ৫৫৪ বিধানসভা আসন থেকে ভোটের মূল্য ৪৪৭২৫।

মজার বিষয় হল, ওডিশা থেকে ৩৩ জন জনজাতি বিধায়ক, যার অধিকাংশই বিজেডির, যদিও তারা তাঁকে সমর্থন করছে।

ঝাড়খন্ড, যেখানে ২৮ টি জনজাতি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। তারা প্রধানত বিক্ষুব্দধ বিজেপি, জেএমএমের সদস্য, যারা জনজাতি প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। মজার ব্যাপার হল ত্রিপুরায়, যেখানে ২০ টি জনজাতি আসন রয়েছে যার মূল্য ৫২০ ভোট।

ইতিমধ্যে আটটি পূর্বোত্তরের রাজ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঞ্চলিক দলগুলির রাজনীতি স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলেছে ঃ রেবতী

জনতার রায় মেনে নিয়ে হিংসা থেকে বিরত থাকতে দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। রবিবার রাজ্যের চারটি আসনে উপনির্বাচনের ভোট গণনা হবে। জনতার রায় প্রকাশ পাবে। এই ভোট গণনার প্রাক সন্ধ্যায় বিজেপি রাজ্য কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা দলের কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখেন যে জনতার রায় যাই হোক না কেন মাথা পেতে নিতে হবে। কোন ধরনে হিংসা কিবাং সন্ত্রাস যাতে না করে দলীয় কর্মীরা তার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। জনগণের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ারও আবেদন জানিয়েছে। তিনি একই সাথে অন্যান্য দলের প্রতি আহ্বান রাখেন যাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অক্ষুন্ন রাখতে তৎপর থাকে।

তিনি বলেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে চারটি আসনেই আমাদের প্রার্থীরা বিজয়ী হবেন। এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, বিরোধী দলগুলির কোনো প্রকার উস্কানিতে যেন না পড়ে। তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে শান্তি, আইন -শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে হবে।

নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে রেবতি ত্রিপুরা বলেন, আমরা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় অনেকটা খুশি। তবে এমন কিছু ঘটনা আছে যেখানে আমাদের কর্মীরা পুলিশের মারধরের মুখোমুখি হয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী আমাদের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে করা হয়েছে।

পূর্ব ত্রিপুরার সংসদ সদস্য রেবতী ত্রিপুরা আরও বলেছেন যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি যে ধরনের রাজনীতি করে আসছে তা স্পষ্টতাহীন। তিনি বলেন, রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনীতির ইতিহাস আমাদের দেখায় যে কীভাবে কয়েক বছরের ব্যবধানে দলগুলি ভেঙে যায় এবং ভেসে ওঠে। টিইউজেএস (ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি) রাজ্যের প্রথম আঞ্চলিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটি ভেঙ্গে চুরমার, মেবার গোষ্ঠী যোগ দিচ্ছে তিপরা মথায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। ত্রিপুরায় শাসক জোট শরিক আইপিএফটি ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাচ্ছে। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মেবার কুমার জমাতিয়ার সমর্থকরা তিপরা মথায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে, মেবার কুমার জমাতিয়া এখনো এ-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেননি বলে জানিয়েছেন।

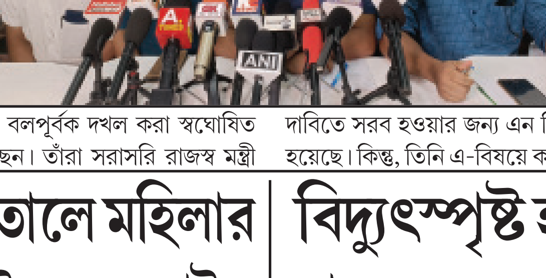

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মেবার কুমার জমাতিয়ার সমর্থকরা দাবি করেন, আইপিএফটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। নির্বাচিত সভাপতির বদলে বলপূর্বক দখল করা স্বঘোষিত সভাপতি আইপিএফটি পরিচালনা করছেন। তাঁরা সরাসরি রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মাকে নিশানা করে বলেন, মেবার কুমার জমাতিয়া নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর দলের সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু, এন সি দেববর্মা নিজেকে স্বঘোষিত সভাপতি ঘোষণা দিয়ে পুরো দল কব্জা করেছেন। তাই, আগামী ২ জুলাই মেবার কুমার জমাতিয়ার সমর্থকরা সকলে তিপরা মথায় যোগদান করবেন।

তাঁদের বক্তব্য, পৃথক রাজ্যের দাবি আইপিএফটি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছে। বিধানসভায় ওই দাবিতে সরব হওয়ার জন্য এন সি দেববর্মাকে বহুবার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু, তিনি এ-বিষয়ে কখনোই কর্ণপাত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাতারামে ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। উদয়পুরের দাতারামে দেবনাথ পাড়ায় ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম কিষান দাস।

শনিবার স্থানীয় লোকজনরা ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে গর্জি আউটপোষ্টের পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে ছুটে যায় এবং ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে তাদের পরিবারে কোনো ধরনের ঝামেলা ছিল না। কেন ওই যুবক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে সে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলতে পারছেন না।

এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড তা নিয়েও নানা মহলে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উদ্বোধন হল পদ্মা সেতু, দূরত্ব কমবে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে

ঢাকা, ২৫ জুন (হি.স.)।। বহু প্রতিক্ষিত পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী হয়ে গেল। শনিবার সকালে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন সকাল দশটা নাগাদ শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, হেলিকপ্টারে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন হাসিনা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যেও উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। শেখ হাসিনার সমাবেশস্থলে এদিন ছিল জনস্রোত। পদ্মাসেতু উদ্বোধন করার পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ আমার সাহসের ঠিকানা। সেই সাহস নিয়েই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

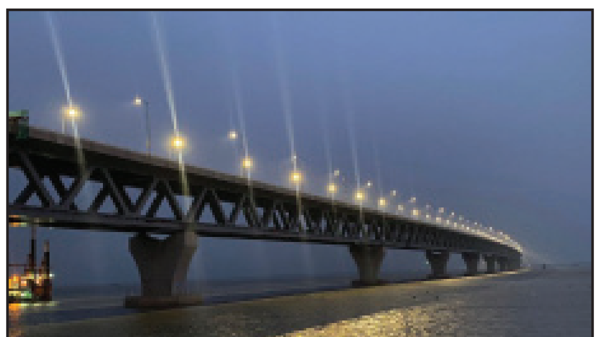

ফের জিবি হাসপাতালে মহিলার টাকাপয়সা ছিতনাই, যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। জিবি হাসপাতালে মহিলার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তাকর্মীদের হাতে ধরা পড়লো এক ছিনতাইকারী। তার নাম রজত রায়।

জানা যায় জিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে রজত রায় নামে ওই যুবক। মহিলা চিৎকার করলে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা ওই যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়। উত্তেজিত জনতা আটক যুবককে উত্তম-মধ্যম দেন। বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরা যুবককে জিবি আউটপোস্ট এর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। এদিকে আটক যুবক টাকা চুরির কথা অস্বীকার করেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে খুঁটি থেকে পড়ে গুরুতর নিগমের কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। ধলাই জেলার আমবাসার বাসনা পাড়ায় বিদ্যুতের খুঁটি থেকে নিচে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন এক বিদ্যুৎকর্মী। আহত বিদ্যুৎ কর্মীর নাম মরিচা মোহন ত্রিপুরা।

জানা যায় বিদ্যুৎ লাইনের সারাইয়ের কাজ করতে বিদ্যুতের খুঁটির উপরে উঠে ছিল ওই কর্মী। বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করেই খুঁটিতে কাজ করতে উঠেছিল। অথচ হঠাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ এসে যায়। ফলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই বিদ্যুৎকর্মী খুঁটির উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে ধলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় ধোলাই জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

দিল্লি অভিযানের মধ্য দিয়ে তিপরাল্যান্ড দাবি দিবস পালন করবে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। তিপরাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে আসেনি আইপিএফটি। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। আগামী ২৩ আগস্ট তিপরাল্যান্ড দাবি দিবস দিল্লি অভিযানের মধ্য দিয়ে পালিত হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন আইপিএফটি সুপ্রিমো তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা। এদিন তিনি বলেন, আজ তিপরা মথা থেকে অঘোর দেববর্মা আইপিএফটি দলে যোগদান করেছেন।

এন সি বাবু বলেন, আইপিএফটি ত্রিপুরায় শাসক জোট শরিক দল। কিন্তু, সরকার ও দলের মধ্যে বরাবরই তফাত রয়েছে। মন্ত্রিসভার অংশ ঠিকই আমরা, কিন্তু পৃথকরাজ্যের দাবি এখনো ভুলিনি। তাঁর দাবি, প্রতি বছর আইপিএফটি তিপরাল্যান্ড দাবি দিবস পালন করছে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। তাঁর সাফ কথা, আগামী ২৩ আগস্ট দিল্লি অভিযানের মধ্য দিয়ে তিপরাল্যান্ড দাবি দিবস পালিত হবে। আজ তিনি দলে বিভাজন তৈরির জন্য প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মেবার কুমার জমাতিয়ার এক হাত নিয়েছেন। তিনি বলেন, ভুলে যাওয়া উচিত নয় মেবার কুমার জমাতিয়া এখনো আইপিএফটির বিধায়ক হিসেবেই পরিচিত। অন্য দলে যোগ দিলে দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হবে। সেক্ষেত্রে তিনি আইপিএফটি ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিতেই পারেন। সাথে তিনি যোগ করেন, তিপরা মথায় যোগ দেওয়ার দায়ে বৃষকেতু দেববর্মার বিধায়ক পদ খারিজ করার আবেদন এক বছর হয়েছে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে জমা দিয়েছি। এখনো তাঁর বিধায়ক পদ বাতিল হল না, তাতে আমাদের কিছুই করার নেই।

এদিন তিনি বলেন, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে আগামীদিনে বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রা উৎসবের প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। পহেলা জুলাই রথযাত্রা উৎসব। আগরতলায় জগন্নাথ মন্দিরে নয় দিন ব্যাপী রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। রথযাত্রার উৎসবকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ জিউ মন্দিরে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত দু'বছর করোনার জন্য রথযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেনি। করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই ধর্মপ্রাণ মানুষ উৎসবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে নেশা সামগ্রী সহ দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। খোয়াইয়ের তাঁত চৌমুহনী এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক দুই যুবকের নাম নিবাস রায় এবং কানু নাথশর্মা। তাদের কাছ থেকে ২১ কৌটা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় খোয়াই থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁত চৌমুহনী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। জানা গেছে তা নিয়ে জনগণের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা থেকে ৬ মেট্রিক টন কুইন প্রজাতির আনারস রপ্তানি দিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। ত্রিপুরা থেকে আবারও কুইন প্রজাতির আনারস দিল্লি পাড়ি দিল। আজ ৬ মেট্রিক টন আনারস দিল্লি গেছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় সবুজ পতাকা নাড়িয়ে আনারস বোঝাই ট্রাক রওয়ানা করেছেন।

এদিন ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কুইন প্রজাতির আনারসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও সমানভাবে ওই আনারসের চাহিদা বাড়ছে।

তাঁর দাবি, কুইন প্রজাতির আনারস মার্কেটিংয়ের অভাবে দীর্ঘ বছর দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার দখল করতে পারেনি। কিন্তু, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকেই ওই আনারসকে রাজ্য ফল ঘোষণার পাশাপাশি মার্কেটিংয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ইতিপূর্বে কুইন প্রজাতির আনারস দুবাই এবং কাতার রপ্তানি হয়েছে।

তিনি বলেন, করোনার প্রকোপের কারণে ত্রিপুরা থেকে আনারস রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। তাই, আজ ৬ মেট্রিক টন আনারস দিল্লি রপ্তানি করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আগস্ট পর্যন্ত কুইন প্রজাতির আনারস রপ্তানি করা হবে। তারপর কিউ প্রজাতির আনারস রপ্তানি শুরু হবে। তাঁর দাবি, আনারসের পাশাপাশি ত্রিপুরা থেকে লেবু এবং কাঁঠাল রপ্তানি শুরু হয়েছে।এদিকে, ত্রিপুরা সরকারের আবেদনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৬৭ ▫ ২৬ জুন ২০২২ ইং ▫১১ আষাঢ় ▫ রবিবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

অগ্নিপথ প্রকল্প বঞ্চনা অবহেলার অপর নাম

আমাদের দেশে সেনাবাহিনীতে লোকবল কমানোর প্রশ্নটি জুড়িয়া আছে কর্মসংস্থানের প্রশ্নের সঙ্গে। বছরে ৫০ হাজার নিয়োগ হইত সেনায়। গত ২ বছর করোনার কারণে সেই নিয়োগ বন্ধ ছিল। অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগ যদিও বা হয়, ৪ বছর পরে ''অগ্নিবীর'' তকমা নিয়া প্যাভিলিয়নে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ভূ-পরিসর দখল নেওয়া নয়, আধুনিক বিশ্বে ডিজিটাল ও তথ্যের দুনিয়ার ওপর দখল নেওয়াটাই আধিপত্যের মূল কথা। যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ থিঙ্কস ও মেটা দুনিয়াই হইবে যুদ্ধের সম্ভার। সেই নিরিখে, রাষ্ট্রের তরফে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সেনা নিয়োগের দায় ও দায়িত্বও দিনে দিনে কমিয়া আসারই কথা। ফলে, প্রতিরক্ষা বাজেটে বেতন-পেনশনের পেছনে ব্যয় কমাইয়া আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্ভরশীল হইয়া ওঠাটাই এখনকার সঠিক দিশা। সেটাই গৃহীত উপায়। আর এটার সেরা উপায়, সেনাবাহিনীতে নিয়োগ কমাইয়া আধুনিকতম প্রযুক্তিতে ব্যয় বাড়ানো- যাহা সাবেক গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে ডিজিটাল গোয়েন্দাগিরিতে, সাইবার লুকোচুরিতে খরচ করা হইবে। এর ফলেই যুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট দক্ষতা আনিয়া দিতে পারে একটা রাষ্ট্রকে। আর ডিজিটাল-ভক্ত প্রধানমন্ত্রী মোদী তো সেটা আরও গুছাইয়া করিতে চান। করিয়াছেনও। কিন্তু সমস্যাটা হইতেছে, আমাদের দেশে সেনাবাহিনীতে লোকবল কমানোর প্রশ্নটি জুড়িয়া আছে কর্মসংস্থানের প্রশ্নের সঙ্গে। বছরে ৫০ হাজার নিয়োগ হইত সেনায়। গত ২ বছর করোনার কারণে সেই নিয়োগ বন্ধ ছিল। অন্যদিকে, বেসরকারিকরণের চাপে অন্যান্য সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ ক্রমহ্রাসমাণ। ফলে সেনায় নিয়োগ নিয়ে নতুন কৌশল দেশের যুবসমাজের কাছে বড়ো ধরনের হুমকি স্বরূপ। এই বিশাল কর্মক্ষম যুববাহিনীর প্রশ্ন তাই যথার্থ।সরকার নিয়োগের সব উপায়গুলোকে ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ করিয়াছে। , এবার আমরা যাইব কোথায়? অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগ যদিও বা হয়, ৪ বছর পরে ''অগ্নিবীর'' তকমা নিয়া পত্রপাঠ বিদায় হইতে হইবে।

নিয়োগে যে ৭৫ শতাংশর ওপর কোপ পড়িবে, তাহারা কাহারা হইবে?- এ নিয়া ৪ বছর ধরিয়া তাহাদের মনে থাকিবে উদ্বেগ ও শঙ্কা, এমনকী, মানসিক অবসাদ। তাহার পর যাহারা বাতিলের দলে চিহ্নিত হইবে, তাহারা এবার যাইবে কোথায়? সরকারি ব্যবস্থা অনুযায়ী, ধরিয়া নেওয়া যাক ১৮ বছর বয়সে যে তরুণ সেনায় নিয়োগপত্র পাইল, ২২ বছরে পৌঁছিয়া সে আবার কর্মহীন হইয়া গেল। পূর্ণকর্মক্ষম অবস্থায় কর্মহীন! তখন তো হাতে বাটি নিয়া রাস্তায় গিয়া বসিতে হইবে। মোদ্দা কথা, স্থায়ী কর্মসংস্থান হওয়ার ব্যবস্থাটি যে আর আগের মতো থাকিতেছে না, সেনাবাহিনীতেও নিয়োগের সংখ্যাটা যে আরো আরো কমিয়া আসিতেছে- এই সত্যটি এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আর তাহা বুঝিয়াই দেশের যুব সমাজ এক সর্বাত্মক আন্দোলনে পথে নামিয়াছে। মুছিয়া যাইতেছে ধর্মের ভেদাভেদ, ভাঙিয়া পড়িতেছে বিভেদ-হিংসার পাঁচিল। কৃষক আন্দোলনের পরে আরেকটা জনবাদী আন্দোলন বাড়তেছে। এমনিতেই প্রায়-সর্বত্র স্থায়ী চাকরির দরজা বন্ধ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচিয়া দেওয়ার হাট বসিয়াছে, মানুষের ক্ষোভ বাড়িতেছে। এই ক্ষোভ অঁচ করিয়া ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে ১৮ মাসে ১০ লাখ সরকারি চাকরি দেওয়ার ঘোষণাকেও যুবকরা ভরসা করিতেছে না। এমনকী, এটাও অগ্নিপথ''এর মতোই ৪ বছরের চাকরি কিনা, কে জানে?

সেনাবাহিনীতেও নিয়োগ-দরজা প্রায় বন্ধ। আসায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ যে আর কোনো বাধা মানিবে না, তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ ছিল। এখন বিপদে পড়িয়া সরকার কিছুটা মলম লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ও সেনা প্রধানদের দিয়া তাপ্পি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। চাকরিপ্রার্থীদের বয়সসীমা বাড়াইয়া, আধা-সামরিক বাহিনী ও অসম পুলিশ, প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে, কোস্টাল গার্ডে 'অগ্নিবীর'দের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছে। কিন্তু এসবই তো মুখের কথা। মানুষ তো জানে, কখন অমিত শাহ বলিয়া দিবেন, ''এ সবই জুমলা''! তখন! তাই এই ক্ষোভ দমন করা খুব সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এদিকে, অগ্নিবীরদের নিয়া বিজেপির আসল মতলবটা কি, তাহা বোঝা গেছে কৈলাস বিজয়বর্গীর কথাতেই। গত রবিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর বিজেপির এই নেতা মন্তব্য করেন ''অগ্নিপথ প্রকল্প দেশের যুবসমাজের জন্য অনেক সম্ভাবনা তৈরি করিবে। চার বছর পর তাহাদের হাতে ১১ লাখ টাকা থাকিবে। অগ্নিবীর তকমা থাকিবে।'' তাহারপরেই তিনি যা বলিয়াছেন তাহাতেই ঝোলা থেকে বেড়াল বেরিয়া পড়িয়াছে।

পদ ছেড়ে কাজের খোঁজে গুজরাট যাচ্ছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : "নিজের দলের কর্মীদের নেত্রীর প্রতিশ্রুতিতে ভরসা নেই। বাংলা ছেড়ে কাজের সন্ধানে যাচ্ছেন গুজরাত।" শনিবার এই ভাষাতেই টুইটারে লিখলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।অগ্নিমিত্রা লিখেছেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথায় কথায় বলেন এই রাজ্যকে গুজরাত হতে দেবেন না। এরাজ্যের যুব সমাজকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে নিম্নমানের রাজনীতি। শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য অমিত ভট্টাচার্যের সংসার চালানোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।স্নাকতোত্তর ডিগ্রি রয়েছে যুবকের। কাজ নেই। তাই তিনি ঠিক করেছেন, পঞ্চায়েত সদস্যের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে গুজরাতের সুরাতে যাবেন বস্ত্রশিল্পে কাজ করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে একশো দিনের কাজের নামে যে ধাপ্পা চলছে, এই যুবকের রাজ্য ছাড়ার ইচ্ছে, তা প্রমাণ করে।"সংসারে চলছে অনটন। এমনকি কাজ একপ্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিন বছর ধরে অসুস্থতার কারণে বাবা গৃহবন্দী থাকার কারণে খরচ বেড়ে চলেছে আর এই অবস্থায় অবশেষে পঞ্চায়েত সদস্যের পদ ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ার পথে অগ্রসর হতে চলেছেন তৃণমূল নেতা!। শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অমিত ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্তটি বর্তমানে জানাজানি হওয়ার পরেই শাসকদলকে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে বিজেপি।তবে আচমকা অন্য রাজ্যে চাকরি করতে যাওয়ার ভাবনা এলো কোথা থেকে, এ বিষয়ে অমিত ভট্টাচার্য জানান, "তিন বছর ধরে বাবার শরীর খুব খারাপ। আমাদের একটি জিম ছিল, কিন্তু করোনার সময় থেকে এটি একপ্রকার বন্ধ রয়েছে। মানুষের যাতায়াতও নেই। তাই সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। আমার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে, তবে এলাকাতে কোন কাজ নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সুরাটে গিয়ে বস্ত্রশিল্পের যদি কোনরকম কাজ পাওয়া যায়, সেটাই করব।''অমিতের রাজনৈতিক কেরিয়ারও বেশ চমকপ্রদ। বিজেপি দলের হয়ে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে পঞ্চায়েত ভোটে জয়লাভ করেন তিনি। এরপরে অবশ্য পদ্মফুল ছেড়ে তৃণমূল শিবিরে যোগদান করেন অমিত। তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে গুজরাটে রওনা দেওয়ার পর পঞ্চায়েতের দায়িত্ব কে সামলাবে, সেই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আর এর মাঝেই শাসক দলকে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি।

"বাণানে" আমরা নই বিধি সিদ্ধ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

হাসি ঠাট্টা তামাশা চলছে, উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী Umbrella বাণানটাও জানেনা। সে Amrela বলছে। সত্যিই হাস্যকর। তার থেকে অধিকতর লজ্জার বিষয়। বিস্ময়ের বিষয়। জিজ্ঞাসার বিষয়, এমন সব ছাত্ররা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সিঁড়ি টপকে আসল কেমন করে! পাশ ফেলের সিঁড়ি না থাকা, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলের বেহাল দশা, ছাত্র শিক্ষক অনুপাতের বেসামাল দাড়িপাল্লা আর তার সাথে সামগ্রিক শিক্ষার মানের, বলতে একটুও দ্বিধা নেই শিক্ষকের মানের অধঃপতন, ভুঁয়ো শিক্ষক যোগে বছরের পর বছর শিক্ষা ঘানি টানার এক প্রতীকী পরিণতি বাণানে বৃহস্পতি দশা। জিজ্ঞাসা আসবে, এতো বাণান নিয়ে কেন সবাই হট্টগোল করছে। যারা Umbrella বাণানে ছাতারমাথা লেখে তারা কি আর শখ করে জ্যামিতির উপপাদ্য পারবে নাকি তারা পৃথিবীর আয়তন ঠিক বলবে বলে আশা করব। ইতিহাস বিজ্ঞান ভূগোল সব হিজিবিজি আবোল তাবোল করলেও আমাদের চিরকালই প্রথম নজর যায় বাণানে। এই হ-য-ব-র-ল ইংরেজি বাণানধারী ছাত্র নিয়ে এতো চর্চা হাসি চলছে কারণ তারা যে ইংরেজি বাণানে গোল্লা। আমাদের শিক্ষাসত্ত্বা বড্ড আঘাত পায় যখন কেউ ঠিক করে ইংরেজি বলতে পারে না। ইংরেজি বাণানে হোঁচট খায়। কিন্তু ঠিক এই পরিমাণ হাসি তামাশা দেখি না যখন একজন বাংলা বাণানে সর্ষে ফুল দেখে এবং দেখায়। সংবাদমাধ্যম থেকে সামাজিক মাধ্যম সর্বত্র জ্ঝন্ত্রনখ বাণান বিতর্ক নিয়ে যেভাবে বাংলা বাণানের নৃত্য করছে তা বার বার ব্যাকরণের চৌকাঠে হোঁচট খাচ্ছে। আমাদের সামগ্রিক ভাবে বাংলা বাণানে যে প্রতিনিয়ত ইচ্ছে এবং স্বেচ্ছাচারের খিচুরি যোগ হচ্ছে এবং তা যে বাংলা শব্দকে তার ব্যাকরণ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কেন আমরা সরব হচ্ছি না। সরব হচ্ছি না কারণ বেশিরভাগই আপাত তাৎক্ষনিক উচ্চারণের জন্য ব্যস্ত। বিশুদ্ধ বাণান তাই তাৎপর্য হারাচ্ছে। এবং আরো বড় কারণ বাংলা ভাষা চিরকালই অধিক সিতিসাপক। নমনীয়। নতুনত্বের আমন্ত্রণ প্রিয় এক ভাষা। সংস্কৃত থেকে যখনই সে পৃথক হলো তার পর থেকেই সে রোজ প্রতিনিয়ত নিজেকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর করছে। হালকা করছে। তাই তাকে নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু ইংরেজি শব্দ এবং তার বাণান নিয়ে এমনটা সচরাচর হয়না। অন্তত বাঙালিরা সাহস করে হওয়ায় না। একটা ইংরেজি বাণান ভুল নিঃসন্দেহে বড় ভুল এবং তারসাথে হাস্যকর কিন্তু বাংলা বাণান ভুল যেন কেবলমাত্রই ভুল। হাস্যকর নয়। এর যদি কিছু কারণ তলিয়ে দেখি তবে বোঝা যাবে কল্লোল যুগের পর থেকে বাংলা বাণান তার ণত্ব ষত্বের ঘটঘটা ক্রমশ হ্রাস করতে চেয়েছে। তার আগেও যদি দেখি কোনটা ঠিক বাণান তা নিয়ে রবীন্দ্র যুগেও হাজার তর্ক চলেছে। একই বাণান কখনও কাঠগড়ায় তো কখনও দোয়াত এলিয়ে সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে। আধুনিক বাঙালি কি তাই দম হারিয়ে ফেলছে? একতো বাংলা বাণান শেখানোর মানুষের অভাব পড়ছে দিন দিন। তার ওপর আবার বড় অংশের বাঙালি যা হোক লিখে বোঝাতে পারলেই হলো- এই মানসিকতায় হাঁটছে। কে ভাববে এতো ''আকার একার '' নিয়ে! বাংলা বাণানে আমরা যেন স্ব-ঘোষিত মাস্টারমশাই হয়ে যাচ্ছি। শুধু বাণান কেন, সাধু চলিতের ব্যবহার থেকে শুরু করে, বাণান ভুলের ভয় কিছুই যেন আর নেইই আমাদের। তবে কোন সাহস বলে ইংরেজি বাণান ভুল হলে আমরা হাসি? একটা ভাষা যখন গণব্যবহারের অংশ হয় তখন কি শব্দ, বাণানেও গনতন্ত্র আসে। তখন কি সে কোনোরকমে তার প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখে।

"বৈদিক আর্য '' ভাষার ভুল ব্যবহারে চিন্তিত হয়ে পাণিনি পতঞ্জলি কাত্যায়নেরা ব্যাকরণের কড়া শাসন কায়েম করে সেই ভাষা থেকেই জন্ম দিলেন সংস্কৃতের। আবার অন্যদিকে প্রাকৃতজনেরা প্রাকৃত ভাষা '' বৈদিকে'র ভুল ব্যবহার করতে করতে পাল্টাতে পাল্টাতে আজকের বাংলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অনেক পরিবর্তনে পরিপক্ক বলেই বোধহয়- আ মরি বাংলা ভাষা। তাই বাংলা বাণান ভুল তেমন কোনো গুরুতর ব্যাপারই না। বরং অনেকেই বলবেন এর জন্য বাংলার আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলা আজ এমন পরিস্থিতিতে যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তা বিচার করাই বরং নির্বুদ্ধিতা হবে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা তার নিজের ছন্দে চলছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কবি অমলেন্দু গুহের কবিতার ক'টা পংক্তি এইরকম ' সাদা ধবধবে লুইতের পার কাছিমেরা ডিম পাড়ে/ আমার ভায়ের মুখে চমকায় মিতালির ভালোবাসা/ দিঘলিদিঘির কোণটায় বসে গান গায়ে বারে বারে/ ও মোর অসম দেশ মরমিয়া, আ মরি বাংলা ভাষা'। দিঘলিদিঘির, মরমিয়া এসবতো অসমিয়াই। যদিও এ বাণান প্রসঙ্গ থেকে কিছুটা ভিন্ন বিষয়। বাংলা ভাষা যে কতোটা উদার স্রোতস্বিনী তা এর থেকেই স্পষ্ট। আরও কতো ভুল শব্দ তার ঠিক তকমা নিয়ে বসে আছে। যদি বলি ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কিন্তু এই প্রশ্ন হারিয়েই গেল প্রথম চলাটাই আসল? আমি যদি লিখি 'গাড়ি ' চড়ে 'বাড়ি ' যাচ্ছি। তখন ব্যাকরণের অনুশাসন একবারও ধমকে বলে না ' গাড়ী ' চড়ে 'বাড়ী' ফেরার কথা। তাই কি রবি ঠাকুর একদা বলেছিলেন ' এমন একটা অনুশাসন দরকার যাতে প্রকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে '। এসব আজ বুড়োদের উপদেশ মনে হবে। তখন আমরা বাণানের কটমটকে বলতে বাধ্য হবো ' মহাশয়, বৃদ্ধ হইয়াছেন। আপাততঃ বিশ্রাম গ্রহণ করিলে আপনার এবং আমাদের উভয় পক্ষের স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা অতীব সুখের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে'। আরে বাবা এরপর রবি ঠাকুর যে উল্টো সুরে গেয়েছেন।

> *১৯৩৬ সালে যখন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন রবীন্দ্রনাথ বাণান সংস্কারে উদ্যোগী হন। তখন অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ নানান যুক্তি দেন। তার প্রধান দুটি ছিল, ভাষা চলমান, শব্দের উচ্চারণ সময়ের সাথে বদলায়। তাই শুধু উচ্চারণ বা ফোনেটিক এর ভিত্তিতে বাণানের রূপ দেওয়া চলবে না।*

পদগুচ্ছ International এর বাংলা এ ক্ষেত্রে কি আদৌ আন্তর্জাতিক? যদি শুদ্ধ বাংলা হতো তবে হওয়ার কথা ছিল ' সর্বজাতিক'। দিনের পর দিন চলে আসছে, তাই ওটাই ঠিক হয়ে গেল। আরো অসংখ্য বাণান আছে যা কলম বাগিয়ে আমরা আমাদের মাস্টারমশাইরাও পর্যন্ত ভুল লেখেন- জীবনী, প্রাগৈতিহাসিক, সমসাময়িক, বার্ষিকী, মন্ডলী, শতাব্দী- ব্যবহারে এগুলো ঠিক হলেও ব্যাকরণে যে ভুল। কে কাকে দেবে বেতের ঘা। সংস্কৃত যেমন ব্যাকরণ মেনে চলে, বাংলা হচ্ছে যেমন খুশি চলো। যার যেটা মনে হচ্ছে, যে প্রতিষ্ঠান যে ব্যক্তি যেমন ঠিক মনে করেছেন তেমন বাণান চলছে। এতো মহা জ্বালা! তাহলে কি বাংলাতে কেউ কারোর বাণান ভুল বলতে পারবে না? তবে কি এই কলম বৃথা? ভুল বলে তবে কি কিছু আজ আর হয়না। বোঝাতে পারলেই হলো। কাজ কি ঠ্যালা! গুরুদেব বলছেন ' সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেক আছে, এবং চিরদিনই থাকিবেই- সেখানে সংস্কৃতের রূপ ও প্রকৃতি আমাদের মানিতেই হইবে- কিন্তু যেখানে বাংলা শব্দ বাংলাই সেখানেও শাসন যদি আমরা টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিশ আছে ঘরের ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতো ডাকিয়া আনার মতো হয়। সংস্কৃতে কর্ণ লিখিবার সময় মূর্ধণ্য ণ ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য, কিন্তু কান লিখিবার বেলাও যদি সংস্কৃত অভিধানের কানমলা খাইতে হয় তবে এ পীড়ন সহিব কেন? '। আর বাঙালি যায় কোথায়! এই ভরসাতেই বোধহয় কেউ কাউকে বাংলা বাণানে কানধরে শেখাচ্ছে না। যতো কৌলিন্য তাই ইংরেজি বাণান নিয়ে।

শব্দ বা বাণান কি আর আইন? এতো অভ্যাস। বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব শোনালেই যে সবাই শুনবে তা কি আর কোথাও লেখা আছে। বাণানে সর্বত্র সাম্য রক্ষা করার মতো সামর্থ্য নেই আমাদের। বাংলা ভাষা তার মেদ ঝরাতে ব্যস্ত। ভাষার মর্মধর্ম নিয়ে আমরা বড্ড কম চিন্তিত। ১৯৩৬ সালে যখন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন রবীন্দ্রনাথ বাণান সংস্কারে উদ্যোগী হন। তখন অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ নানান যুক্তি দেন। তার প্রধান দুটি ছিল, ভাষা চলমান, শব্দের উচ্চারণ সময়ের সাথে বদলায়। তাই শুধু উচ্চারণ বা ফোনেটিক এর ভিত্তিতে বাণানের রূপ দেওয়া চলবে না। দুই, বাংলার সাথে সংস্কৃতের যে বন্ধন, রীতিনীতি উপেক্ষা করা চলবে না। রাজশেখর বসু থেকে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সবাই সেদিন তার্কিক ঘোষের সামনে জর্জরিত। বাংলা বাণান নিয়ে দেবপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। বাণান বিতর্কের এককপি চিঠি দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবাসী পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উওরের এককপি নকলও একই পত্রিকায় প্রেরণ করেছিলেন। ১৯৩৭ এর ৮ই জুন দেবপ্রসাদ ঘোষের চিঠি বাণান প্রেমীদের প্যাঁচে ফেলতে বাধ্য। একজন গণিতজ্ঞের এতো বাণান পাণ্ডিত্য! আলমোড়ার চিঠিতে একটুতো বেগ পেতে হয়েছিল রবি ঠাকুরকে। ওঁরা যে ' বানান কমিটি' গড়েছিলেন তাতে যে বাণানে গোড়ায় গলদ। 'ণ' এর পরিবর্তে 'ন' ব্যবহার হয়েছে। শুধু তাই না, প্রবাসী তে রবিঠাকুরের একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে যতবার ' মূর্ধন্য' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছিল ততবারই ওই শব্দে 'ণ' ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যা হবে 'ন'। চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলতে কার্পণ্য করেননি ' বস্তুত শিক্ষার বনিয়াদের দোষেই এ রকম ঘটে থাকে- ব্যাকরণে আমার বনিয়াদ পাকা নয় এ কথা গোপন করতে গেলেও ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে'। রবীন্দ্রনাথ ' নানান' শব্দের মাঝে মূর্ধন্য ণ যোগ করেছেন অনেকক্ষেত্রেই। এবং বাণানের পরিবর্তে বানান লেখেন। জনমানসে তা ঠাঁই পেলেও তা ব্যাকরণে ভুল। তারমানে বাংলা বাণান বাঙালি মাত্রই ভুল করবে। বাংলা ভাষার অনুষঙ্গ হয়ে গেছে বাণান ভুল। তাই আমরা আর বোধহয় বেশি ভাবি না। বঙ্গীয় শব্দকোষ অভিধানের সংকলক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন ' বাঙলায় শব্দের বাণান এক বিষম সমস্যা; এখনও ইহার সমাধান হয় নাই, হইবে কিনা জানি না।' একটা শব্দের যদি আট রকম বাণান পাই, তবে কোনটা ঠিক? যেমন ভ্রুকুটি, ভ্রুকুটী, ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী, ভৃকুটি, ভৃকুটী, ভ্রকুটি, ভ্রকুটী- হায় রে বাংলা ভাষা! আবার রবি ঠাকুরই সহায় ' দেশ অরাজক? অরাজক কে বলিবে মহারাজ, সহস্ররাজক।' কে দায়ী? এবারও তর্ক চলুক। দায়ি নাকি দায়ী। ম্যাক্সিন গোর্কির ' ইতালির রূপকথা' বইয়ের প্রচ্ছদে ইতালি লেখা থাকলেও ভেতরে ইতালী লেখা। পবিত্র সরকারের ' বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা' উল্লেখ ছিল এক মজার ঘটনা - এক সিনেমার পোস্টারে ' ব্রজবুলী ' বাণানটি লেখা থাকায় পরীক্ষায় ছেলেপুলেরা এটাকেই লিখতে শুরু করল। আসল কথাটা কি যদি গনহারে বাণান ভুল হয় তখন তা আর ভুল না। তাকে রূপান্তর বলি। যেমন বাণান থেকে বানান। আর যদি আমার একার এবড়োখেবড়ো বাণান হয় তখন সেটা ভুল। তাতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। আর তা যদি ইংরেজি হয় তখন তো আর রক্ষে নেই। যদি বাংলা বাণানে ছাত্র সমাজ সির না থাকে তাহলে ইংরেজি বাণান ভুল হবেই হবে। Amrela তো একটু বেশি ভুল তাই বেশি হাসাহাসি হচ্ছে। যারা হাসছি তাদের বাংলা বাণানের একটা পরীক্ষা হলেই বোঝা যাবে কতোটা বিধি বাণান সিদ্ধ বাঙালি। নাকি সবাই ওয়াটস অ্যাপ বাংলা লিখেই কেল্লাফতে ভাবছি। আজকের অসংখ্য ব্লগ, ফেসবুক পোষ্ট, বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্রেও যে স্টাইলের বাংলা বাণান চোখে পড়ে তা আত্মঘাতী। এখনই যুক্তি আসবে তাহলে একসময় প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি করেছিলেন? তিনি তো বেশ কিছুকাল খাওয়া যাওয়া এই বাণানগুলো নিজের মতো স্টাইলে লিখতেন। হ্যাঁ, তা কে আর করেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু পার্থক্য এটাই তাঁরা সবাই ব্যাকরণ তর্ক করে নতুন নতুন বাণানের প্রস্তাব রেখেছেন। তা পরবর্তীতে গ্রহণ কতোটা হয়েছে সেটা পৃথক বিষয়। কিন্তু তাঁরা শব্দ ও বাণান নিয়ে গবেষণা করেছেন। আজকে তা বিলুপ্ত। আজকে অদ্ভুত সব বাণান লিখছে না জেনে। না জানে আকাদেমির বাণান না বুঝছে বিশুদ্ধ উচ্চারণ। বাংলা বাণান অনেক ক্ষেত্রেই তাই শেষ রক্ষা করতে পারছে না। বাণান নিয়ে বিতর্ক চলবেই কিন্তু আজকে যে ধরনের বাণান বিকৃতি চোখে পড়ে তা ভাষা সংস্কারের দায়িত্ব নিতে অপারগ।তাই তা ভুল। ডাহা ভুল। আজকের রেওয়াজে তদ্ভব তৎসমতে রেফের দ্বিত্ব শব্দ হয় না। আকাডেমি বলেছিল জাতি লিঙ্গ বোঝাতে ' ঈ' আবশ্যিক না। তাই আমি সাহস করে এই নিবন্ধে বাঙালি লিখলাম। বাঙালী তাই বলে কি ভুল? ওটাও হয়। ভুল সেটাই যার পক্ষে কোনো ব্যাকরণ যুক্তি খাটে না। আজ সেটাই হচ্ছে ছত্রে ছত্রে, যা ঠিকের তোয়াক্কা করেনা। সার্বিক ভাবে শিক্ষাজগতে ব্যাকরণ এবং পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বই পড়ার প্রবণতা বিলুপ্তির পথে তাই শব্দ এবং বাণান অবমাননা চলছেই। সম্পূর্ণ নিবন্ধটিতে প্রচলিত বানান না লিখে বাণান লিখছি কারণ তা বাংলা শব্দের প্রচলিত ধারার বাইরে প্রথম ধরিয়ে দেওয়া ভুল।যা শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ করেছিলেন। এ কলমে হয়তো আরো অগনিত জ্ঞানে অজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিগত কারণে ভুল থাকবে যার প্রতিটাই সমালোচিত হোক এই বাসনা রাখি। তবেই বাঙালি হিসেবে এবং বাংলা ভাষার যত্নকার হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করা হবে। তারপর না হয় Amrela নিয়ে একঘর হাসি হাসব।

ছোট দেশের বড় বিজ্ঞানীরা

বিশেষ প্রতিনিধি।। একসময় বিজ্ঞানী মানেই ছিল ইউরোপীয়দের জয়জয়কার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বদলে যায় হিসাব-নিকাশ। হিটলারের নাৎসিদের ভয়ে অনেক বিজ্ঞানীই পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন সরকারও তাঁদের জন্য বিছিয়ে রেখেছিল লালগালিচা, সঙ্গে তৈরি করেছিল গবেষণার ব্যাপক সুযোগ। তারই সুফল এখন ভোগ করছেন মার্কিনরা। গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই বৈজ্ঞানিক জগতের লাটাই তাদের হাতে। সংখ্যায় কম হলেও আমাদের উপমহাদেশেও কিন্তু জন্মেছেন বেশ কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে সবার আগে আসে যাঁর নাম, তিনি এই বাংলারই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি বিশ্ববিজ্ঞানে উপমহাদেশের বিজ্ঞানকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন। প্রথমে ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী। তারপর পদার্থবিজ্ঞান ছেড়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানে মন দিয়েছিলেন। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আদায় করেছিলেন সেখান থেকেও। তাঁর জীবনের অজানা অনেক কাহিনিই উঠে এসেছে এই বইয়ে।

আইনস্টাইন বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি দিয়ে। কিন্তু এ বিষয়ে যে গবেষণাপত্রটি লিখেছিলেন, সেটা ছিল জার্মান ভাষায়। বিশ্বখ্যাত এই তত্ত্বটির প্রথম

ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন দুই বাঙালি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। প্রথমজনকে বলা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের জনক আর দ্বিতীয়জন কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জগৎজুড়ে তাঁদের এত সম্মান কেন, সে রহস্যও লেখক ভেদ করার চেষ্টা করেছেন এ বইয়ে। আপনি কি জানতেন রমণ-কৃষ্ণান এফেক্টের যিনি জনক, অন্যদিকে চন্দ্রশেখর লিমিটের যিনি প্রবক্তা, সেই চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ ও শ্রীনিবাস চন্দ্রশেখর, তাঁরা দুজন একই পরিবারের সন্তান? উপমহাদেশের এই বিজ্ঞানীদ্বয় বিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানে কী ভূমিকা রাখলেন, কীভাবেই তাঁরা পেলেন নোবেল, তার বিস্তারিত খতিয়ান আছে এই বইয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর বিজ্ঞানী এই দুটো শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হলেই আমাদের মনে আসে শুধু একজনেরই নামসত্যেন্দ্রনাথ বসু। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক অমর হয়ে আছেন। তিনি কে এস কৃষ্ণান। রমণ-কৃষ্ণান এফেক্ট তত্ত্বে তাঁরও সমান অবদান। কিন্তু তিনিও নোবেল-বঞ্চিতদের কাতারেই রয়ে যান। শুধু রমণ-কৃষ্ণান এফেক্টই নয়, ম্যাটার কনডেন্সড ফিজিকসের জনক তিনিই। তাঁর জীবন, তাঁর গবেষণার নানা দিক নিয়ে প্রদীপ দেব আলোচনা করেছেন এই বইয়ে।

উপমহাদেশের বিজ্ঞানের আরেক মশালবাহী আবদুস সালামের প্রাথমিক জীবন কেমন ছিল, কীভাবেই---বা তিনি ছোট দেশের বড় বিজ্ঞানীতে পরিণত হলেন, আধুনিক কণা-পদার্থবিজ্ঞানের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন কীভাবেসেসবের বিস্তারিত বয়ান লেখক তুলে ধরেছেন সহজ সাবলীল গদ্যে। শুধু তাঁরাই নন, উপমহাদেশের ১১ জন পদার্থবিজ্ঞানী বইয়ে দেবেন্দ্রমোহন বসু, শিশিরকুমার মিত্রদের মতে বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানের মহৎ কর্মের কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, বিক্রম সারাভাইদের মতো তুলনামূলক কম পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানীদের কথাও আলোচনা করেছেন লেখক। প্রদীপ দেব অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী বাংলাদেশি গবেষক। তিনি বায়োমেডিকেল ফিজিকস নিয়ে যেমন গবেষণা করছেন, সহজ ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ ও জীবনীও লিখে যাচ্ছেন দুই হাতে। সহজবোধ্যতা ও গল্পের ঢঙে লেখাই তাঁর গদ্যের মূল শক্তি। সেই শক্তি এই বইয়েও দৃশ্যমান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

টিকা পেলেন আরও ১৫-লক্ষাধিক প্রাপক ভারতে ১৯৬.৯৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৬.৯৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৪১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৬,৯৪,৪০,৯৩২ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ জুন সারা দিনে ভারতে ৩,৬৩,১০৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৬,০২,৫৮,১৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,৬৩,১০৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫,৯৪০ জন।

জরুরি অবস্থা জারি অন্ধকার অধ্যায় : অমিত শাহ, সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার আহ্বান রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): জরুরি অবস্থা জারিকে ইতিহাসের একটি অন্ধকারতম অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অমিত শাহ। শনিবার সকালে এক টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, ১৯৭৫ সালের এই দিনেই কংগ্রেসের জারি করা সেই জরুরি অবস্থা প্রত্যেক ভারতীয়ের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশবাসীকে গণতন্ত্র রক্ষা এবং সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। রাজনাথ সিং-১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারিকে ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছেন। সেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের প্রতি তিনিও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রাজনাথ সিং টুইট করে জানিয়েছেন, এই দিনে সমস্ত ভারতীয়দের শুধুমাত্র গণতন্ত্র রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করাই নয়, সংবিধান এবং প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বজায় রাখার অঙ্গীকার করা উচিত।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পদ্মা সেতুর দূরত্ব কমবে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে

ঢাকা, ২৫ জুন (হি.স.): বহু প্রতিক্ষিত পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী হয়ে গেল। শনিবার সকালে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন সকাল দশটা নাগাদ শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, হেলিকপ্টারে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন হাসিনা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যেও উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। শেখ হাসিনার সমাবেশস্থলে এদিন ছিল জনস্রোত। পদ্মাসেতু উদ্বোধন করার পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ আমার সাহসের ঠিকানা। সেই সাহস নিয়েই পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।শনিবার সকালে মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, আমার মাটি আছে, মানুষ আছে। আমরা সেই মানুষের সহযোগিতায় পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। মানুষের সহযোগিতায় সঙ্কট উত্তরণ করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা করোনাভাইরাস মোকাবিলা করেছি, ইউক্রেন যুদ্ধ মোকাবিলা করেছি। পদ্মা সেতু শুধুমাত্র কলকাতা ও ঢাকার দূরত্ব কমাবে না। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের তীরের মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব একশো কিলোমিটার কমে যাবে। কলকাতা থেকে বাসে ঢাকায় আসতে হলে এখন বাস পদ্মা পার হয় স্টিমারে চেপে। অনেকটা সময় লেগে যায়। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর বাস একেবারে সড়ক পথেই সরাসরি ঢাকায় পৌঁছবে। কলকাতা থেকে ঢাকার দূরত্ব কমবে। পদ্মা সেতু শুধু কলকাতা, ঢাকার দূরত্ব কমাবে না। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের তীরের মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব একশো কিলোমিটার কমে যাবে। এই দুই বন্দর ভারতকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ফলে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ সুগম হবে। প্রসঙ্গত, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের অন্যান্য বড় শহরের সঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার সড়ক এবং রেল যোগাযোগ স্থাপন করবে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থায়ন বন্ধ থেকে শুরু করে নানা কারণে ব্যাপক আলোচিত এ সেতু বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে আজ বাস্তবায়ন হল।

বিজ্ঞান ভিত্তিক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৫ জুন (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শনিবার ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বিজ্ঞান ভারতীর পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর, বিজ্ঞান ভারতীর জাতীয় সংগঠন মন্ত্রী জয়ন্ত সহস্রবুদ্ধে সহ বহু বিশিষ্টজন।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ বলেন, ভারতীয় ঋষিরা কখনই জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে তোয়াক্কা করেননি। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিজেই বিজ্ঞান ভিত্তিক। শুধু মানুষ ও প্রাণীরই অনুভূতি নেই, গাছ-গাছালিরও অনুভূতি আছে। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু বিশ্বকে এই দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান ভারতীর এই অনুষ্ঠান লখনউতে একটি আনন্দদায়ক অনুভূতি দিচ্ছে। কেননা লখনউকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমি বলা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের তিনি স্বাগত জানান। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উদীয়মান বিজ্ঞানীদের তাদের গবেষণাপত্র লিখে রাখা উচিত। বিজ্ঞান ভারতী এদিক থেকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা আমাদের জ্ঞানকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছি, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা গ্রহণ করতে পারিনি। তাই আপনি যে ক্ষেত্রে আছেন তা লিখে রাখার আহ্বান জানান। যোগী আরও বলেন, বিজ্ঞান কী, আমরা যে কোনও নতুন জ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করি। বিজ্ঞান ভারতীর কাছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো সংগঠনের আশীর্বাদ রয়েছে। সংঘ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশ ও সমাজের স্বার্থে কাজ করে। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার নিজেও একজন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ছিলেন। সংঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর শ্রী গুরুজী ছিলেন একজন বিজ্ঞানী। সংঘের সকল সরসঙ্ঘচালক গণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

বিজ্ঞান ভারতীর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুধীর ভাদৌরিয়া জানান, ২৯টি প্রদেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে এসেছেন। কনভেনশনে বিজ্ঞান ভারতীর সমসাময়িক বিষয়, সাংগঠনিক ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। সুপার কম্পিউটারের জনক ডক্টর বিজয় বান্দকার বলেন, বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা একসঙ্গে যুক্ত। যে জাতিতে আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের পূজা হয়, সেই জাতির উন্নতি হয়। উত্তরপ্রদেশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করছে।

অ্যানা ফ্রাঙ্ককে সম্মান জানাল গুগল ডুডুল

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : বিশেষ বিশেষ দিনে গুগলের তরফে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয়। তার জন্য সেই ব্যক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডুডুল তৈরি করা হয়। শুধু বিখ্যাত ব্যক্তিরাই নয়, এতে থাকে বিশেষ দিন, বিভিন্ন জনপ্রিয় গেম ইত্যাদি। সেইমতো শনিবার অ্যানা ফ্রাঙ্ককে সম্মান জানানো হয়।অ্যানা ফ্রাঙ্ক ছিলেন একজন বিখ্যাত ইহুদি বালিকা। নিজের লেখনীর জন্য বিখ্যাত, নাৎসি নির্যাতন হলোকাস্টের শিকার হন। তাঁকেই সম্মান জানাল গুগল। ডুডুলটি তৈরি করেছেন গুগলের এক নামী ইলাস্ট্রেটর। ১৪ টি স্লাইড দিয়ে অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডুডুলটি তৈরি করেছেন তিনি। তাঁর ডাইরি প্রকাশের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে আজ সম্মান জানাল গুগল।আজকের ডুডুলে বিশেষ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'এই পোস্টে হলোকাস্টের বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে। যেগুলো কিছু পাঠকের কাছে সংবেদনশীল হতে পারে।"

১৯২৯ সালে ১২ জুন ফ্রাঙ্কফুর্টে জন্মগ্রহণ করেন অ্যানা ফ্রাঙ্ক। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক কারণে তিনি এবং তাঁর পরিবার আমস্টারডামে চলে যান। যখন তাঁর ১০ বছর বয়স তখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সেসময় ইহুদিদের উপর আক্রমণের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। ফলে ইহুদিরা বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। সেসময় অ্যানা ফ্রাঙ্ক এবং তাঁর পরিবার অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলেন।

নিউরো সায়েন্স হাসপাতালের বিপজ্জনক কার্নিশে বসে রোগী

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে জানলা থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্নিশে বসে রয়েছেন এক রোগী। শনিবার সাড়ে ১১টা নাগাদ মল্লিকবাজারে এমন পরিস্থিতে দেখে হুলুস্থুলু পড়ে গেল এলাকায়।। তাঁকে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশকর্মী ও দমকলের কর্মীরা তাঁকে নামানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। ওই যুবক যদি আচমকা ঝাঁপ দেন, তার প্রস্তুতি হিসেবে নীচে বিভিন্ন জাম্পিং বেড বিছিয়ে রাখা হয়েছে। যাতে পড়ে গেলে চোট আঘাত না লেগে।রোগীকে উদ্ধার করতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় দমকল বাহিনীকে। আনা হয় হাইড্রলিক ল্যাডারও। কিন্তু, তাতেও রোগীকে উদ্ধার করা যায়নি।ইতিমধ্যে তাঁকে দেখতে ভিড় জমান পথ চলতি মানুষ। হাসপাতালের কর্মীরা তাঁকে বারবার নেমে আসার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে তিনি ওই কার্নিশে বসে হাত নাড়তে থাকেন। স্নায়ুরোগে আক্রান্ত ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দিচ্ছিলেন, এমনই দাবি হাসপাতাল কর্মীদের।

ফড়নবিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ রামদাসের, বললেন সরকার গঠনের বিষয়ে ভাবছি না আমরা

মুম্বই, ২৫ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি রামদাস আঠওয়ালে। শনিবার মুম্বইয়ে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন রামদাস আঠওয়ালে, বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে কথা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামদাস বলেছেন, মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের বিষয়ে ভাবছি না আমরা। তিনি আরও জানান, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ আমাকে বলেছেন শিবসেনার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।

রামদাস এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'উদ্ধব ঠাকরে এবং একনাথ শিন্ডে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে থাকা বিবাদ মিটিয়ে ফেলবেন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।' রামদাস আরও বলেছেন, 'আমরা সরকার গঠনের কথা ভাবিনি ও ভাবছি না। সামনে কী হয় তা আমরা দেখব। শরদ পওয়ার, অজিত পওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে এবং সঞ্জয় রাউত বলছেন তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন, এতজন বিধায়ক আপনাদের ছেড়ে দিয়েছেন- শিবসেনার ৩৭ এবং ৭-৮ জন নির্দল-আপনারা কীভাবে তা বলতে পারেন?'

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় আজ হাজিরা দিচ্ছেন না নূপুর শর্মা

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : পয়গম্বর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য নারকেলডাঙা থানায় সম্প্রতি এফআইআর দায়ের হয়েছিল নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে। সমন পাঠালেও হাজিরা দেননি। একই অভিযোগে তলব সত্ত্বেও শনিবার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু হাজিরা দিচ্ছেন না সাসপেন্ডেড বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মা।সূত্রের খবর, প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় ৪ সপ্তাহ সময় চেয়েছেন নূপুর। নারকেলডাঙা থানাতেও আইনি পদ্ধতি মেনে সময় চেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে পয়গম্বর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি থানায় বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। অভিযোগ করেন, তৃণমূলের রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক আবু সোহেল। কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান তৃণমূল নেতা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠিও দেবেন বলে জানান।প্রসঙ্গত, নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে উত্তাল গোটা দেশ। উত্তরপ্রদেশ , ঝাড়খণ্ডে একাধিক জায়গায় অশান্তি-বিক্ষোভ ছড়ায়। কমবেশি উত্তাল হয় পশ্চিমবঙ্গের ৮ জেলা।

কাশ্মীরের সর্বত্রই চড়ছে পারদ

শ্রীনগর, ২৫ জুন (হি.স.): মাঝে কিছু দিন আগে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে বন্যার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায়। অবশেষে কাশ্মীর উপত্যকায় থেমেছে বৃষ্টি, বর্ষণ থামতেই ফের চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টা শুষ্ক থাকবে উপত্যকার আবহাওয়া। এই সময়ে আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা।জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই বেড়েছে তাপমাত্রার পারদ। এদিন শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ৬.৩ ডিগ্রি, গুলমার্গে ৪.৩ ডিগ্রি। লাদাখের লেহ-তে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কার্গিলে ১০ ডিগ্রি, জম্মুতে এদিন তাপমাত্রা বেড়ে ২১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

মুম্বই হামলায় জড়িত সন্ত্রাসবাদীকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড পাকিস্তানে

লাহোর, ২৫ জুন (হি. স.) : পাকিস্তানের একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত ভারতের মুম্বই হামলার হ্যান্ডলার সাজিদ মজিদ মীরকে সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ সহায়তার দায়ে ১৫ বছরেরও বেশি কারাদণ্ড দিয়েছে। লস্কর এবং জামাত-উদ-দাওয়া সম্পর্কিত সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ সহায়তা মামলায় এক আইনজীবী এই খবর দিয়েছেন।এই আইনজীবীর মতে, এবছরের এপ্রিলে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে মীর কোট লাখপত জেলে বন্দি রয়েছেন। সন্ত্রাসবিরোধী আদালত সন্ত্রাসী সাজিদ মজিদ মীরকে ৪ লাখ টাকারও বেশি জরিমানা করেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের পঞ্জাব পুলিশের অ্যান্টি-টেররিজম ডিপার্টমেন্ট সাজিদ মাজিদ মীরের সাজা নিয়ে কোনও তথ্য দেয়নি।এ বিষয়ে কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোট লাখপত কারাগারের একটি বদ্ধঘরে এই মামলার শুনানি হয়। সেখানে গণমাধ্যমকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এদিকে, পাকিস্তান ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স বলেছে, তারা সাজিদ মীরকে গ্রেফতার করেছে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

কলেজে বসেই পরীক্ষার্থীদের অনলাইন পরীক্ষা দিতে অনুমোদন

শিলিগুড়ি, ২৫ জুন (হি. স.) : পরীক্ষা অফলাইনে হবে না অনলাইনে এই নিয়ে রাজ্য জুড়ে চলছে আন্দোলন। এরই মাঝে পরীক্ষার্থীদের কলেজে ঢুকে অনলাইন পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শনিবার এনিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করেছে তাঁরা। তবে পড়ুয়ারা কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিলেও শিক্ষকদের কোনও নজরদারি থাকবে না। তারা নিজেদের মতো করেই পরীক্ষা দেবেন। এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক দেবাশিস দত্ত জানিয়ে দেন 'এখন আবহাওয়া খারাপ, বৃষ্টি চলছে, এই পরিস্থিতিতে অনেকে আবেদন জানিয়েছিলেন সেই আবেদন মতোই কলেজের অধ্যক্ষদের কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে বলা হয়েছে। পড়ুয়াদেরও কলেজে বসেই পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' এতদিন পড়ুয়ারা যেভাবে বাইরে মাঠে বা রেস্তোঁরাতে বসে পরীক্ষা দিচ্ছিল সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই নির্দেশিকা ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। তবে যেভাবে পড়ুয়ারা বাইরে গণটোকাটুকি করে পরীক্ষা দিয়েছে এবার কলেজেও তাই হবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে কার্যত কলেজ ভবনগুলোতে বসিয়ে গণটোকাটুকিকেই বৈধতা দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক জানিয়েছেন, কোনও পড়ুয়া চাইলে বাড়ি বা অন্য কোনও জায়গা থেকেও পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা শেষের ২ ঘন্টার মধ্যে উত্তরপত্র জমা দিতে পারেন।

সাওয়ান্তের অফিসে ভাঙচুর; হুমকি শিবসেনার, সতর্কতা জারি পুলিশের

পুণে, ২৫ জুন (হি.স.): রাজনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত মহারাষ্ট্রে এবার শুরু হয়ে গিয়েছে হিংসা! মহারাষ্ট্রের পুণে-তে তানাজি সাওয়ান্তের অফিসে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুর চালাল শিবসেনার কর্মী-সমর্থকরা। ভাঙচুর চালানো হয় অফিসে, সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড করে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার সকালে পুণে জেলার কাটরাজের বালাজি এলাকায় তানাজি সাওয়ান্তের অফিসে হানা দেয় শিবসেনার কর্মী-সমর্থকরা, ভাঙচুর চালানো হয় তাঁর অফিসে। তানাজি সাওয়ান্ত হলেন সেই সমস্ত বিদ্রোহী বিধায়কদের মধ্যে একজন যিনি এই মুহূর্তে গুয়াহাটিতে রয়েছেন। শিবসেনার পক্ষ থেকে বিদ্রোহী বিধায়কদের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। পুণে শহরের শিবসেনা প্রধান সঞ্জয় মোরে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, তানাজি সাওয়ান্তের অফিসে হামলা চালিয়েছে আমাদের কর্মীরা। সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে যাঁরা যাঁরা অস্বস্তিতে ফেলেছেন, তাঁরা সকলেই এমন পদক্ষেপের মুখোমুখি হবেন। তাঁদের অফিসেও হামলা চালানো হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' এদিকে, রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেই হিংসা শুরু হওয়ায় সতর্কতা জারি করেছে পুণে পুলিশ। পুণে পুলিশের পিআরও জানিয়েছেন, জেলার সমস্ত থানাকে সতর্ক করা হয়েছে, যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

ম্যালেরিয়া সচেতনতা উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়িতে কর্মসূচি স্বাস্থ্য দফতরের

নাগরাকাটা, ২৫ জুন (হি.স.) : ম্যালেরিয়া সচেতনতা মাস উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ির একাধিক স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করছে স্বাস্থ্য দফতর। শনিবার ময়নাগুড়ি ব্লকে ম্যালেরিয়া নিয়ে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে এক সময়ের ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকা বলে চিহ্নিত স্থানগুলিতে।মশা দমনে কী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন তা বোঝানো হচ্ছে স্থানীয়দের। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'জুন মাসজুড়ে ম্যালেরিয়া সচেতনতার কর্মসূচি চলে। এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না।'

এদিন ময়নাগুড়ি ব্লকের কাওয়াগাব ও বুধরাম বনবস্তিতে ম্যালেরিয়া নিয়ে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই দুটি এলাকায় এক সময়ে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের খোঁজ মিলত। এদিন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে মশাবাহিত রোগটির ওপর বিশদে আলোচনা করেন পাবলিক হেলথ নার্স খুকু ভট্টাচার্য, ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লকের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ভেক্টর বর্ণ ডিজিজ টেকনিক্যাল সুপারভাইজার দীপ রায়, ময়নাগুড়ির ম্যালেরিয়া ইনস্পেকটর মদন দাস সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে ওই কাজটি আরও নানা জায়গায় হবে বলে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর জলপাইগুড়িতে এবছর ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হওয়ার খুব বেশি খবর নেই। জেলাতে প্রচুর মশা দমন করে এমন কীটনাশক মেশানো মশারিও বিতরণ করা হয়েছে।

জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিন কখনই ভোলা যাবে না : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত ধ্বংসের কথা কখনই ভোলা যাবে না। টুইটে লিখলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। শনিবার সকালে টুইট করে নাড্ডা লিখেছেন, 'আজ দেশ সেই মহান বীরদের স্মরণ করছে, যাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন।'

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশ জুড়ে জারি হয়েছিল ইমারজেন্সি বা জরুরি অবস্থা। তা গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থাকে দুমড়ে দিয়েছিল। জরুরি অবস্থার সময়কার কথা এখনও ভুলতে পারেনি দেশ। জে পি নাড্ডা টুইট করে এদিন সকালে লিখেছেন, জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনে কংগ্রেস দলের দ্বারা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকল্পিত ধ্বংসের কথা কখনই ভোলা যাবে না। আজ আমরা সেই মহান বীরদের স্মরণ করছি যাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন।'

গুজরাট উপকূলে ধৃত দুই পাক মৎস্যজীবী

আহমেদাবাদ, ২৫ জুন (হি.স.): গুজরাটের কচ্ছ জেলায় ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে দুই পাকিস্তানি মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। হারামি নালা ক্রিক এলাকা থেকে দুই পাকিস্তানি মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ, পালানোর সময় বিএসএফ গুলি চালালে গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম হয়েছে মৎস্যজীবীরা।শুক্রবার রাতের এক বিবৃতিতে বিএসএফ জানিয়েছে, ২৩ জুন থেকে শুরু হওয়া অভিযানে, বিএসএফ ভূজ হারামি নালা এলাকা থেকে দুই পাকিস্তানি জেলেকে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে। পাকিস্তানের দিকে পালানোর চেষ্টা করার সময় গোড়ালিতে বুলেটের আঘাত লেগেছে দু''জনেরই।' বিভিন্ন স্থান থেকে ৯টি পাকিস্তানি নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযান চলাকালীন বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি মৎস্যজীবী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

জীবনতলায় অটো ও মোটরভ্যানের সংঘর্ষ, মৃত্যু বৃদ্ধ-সহ দু'জনের

ক্যানিং, ২৫ জুন (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায় অটো ও মোটরভ্যানের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ-সহ দু''জন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুটিয়ারি শরীফ শ্রীনগর এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় কয়েকজনকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু''জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃতদের মধ্যে একজনের নাম-পঞ্চুরাম মণ্ডল (৮৫)। অন্যজনের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে মিলনবাজার থেকে ঘুটিয়ারি শরীফ আসছিল অটোটি। উল্টোদিক থেকে একটি গরু বোঝাই মোটরভ্যান যাচ্ছিল। সেই সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে রাস্তার পাশে উল্টে যায় অটোটি। গুরুতর জখম হন অটোর যাত্রীরা। তড়িঘড়ি তাঁদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা দু''জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কোনও বিধায়কের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়নি

মুম্বই, ২৫ জুন (হি.স.): নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্রোহী শিবসেনার বিধায়ক একনাথ শিন্ডের দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ ওয়ালসে পাটিল। শনিবার পাটিল জানিয়েছেন, কোনও বিধায়কের নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার বিষয়ে না তো মুখ্যমন্ত্রী না তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে। টুইটারের মাধ্যমে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা মিথ্যে ও ভিত্তিহীন। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, কোনও বিধায়কের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিধায়কদের বাড়িতেও সুরক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে তাঁদের পরিবার সুরক্ষিত থাকে।প্রসঙ্গত, বিদ্রোহী বিধায়কদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরকে চিঠি লিখেছেন একনাথ শিন্ডে। পাশাপাশি, চিঠিতে তাঁর অভিযোগ, 'বিদ্বেষবশত আমাদের শিবিরের ৩৮ জন বিধায়কের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করেছে মহারাষ্ট্র সরকার।' এই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন, কোনও বিধায়কের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়নি, বাড়িতেও দেওয়া হচ্ছে সুরক্ষা। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের বিদ্রোহী বিধায়কদের সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর সাংসদ নবনীত রানা।

টিনের কৌটোয় মৃত সাতটি ভ্রূণ !

বেঙ্গালুরু, ২৫ জুন (হি.স.): টিনের কৌটোর ভিতরে উঁকি মারছে ছোট্ট ছোট্ট অপরিণত হাত। কৌটো খুলতেই চোখ কপালে উঠল। সাতটি ভ্রূণ মৃত অবস্থায় কৌটোর ভিতরে রেখে গিয়েছে কেউ। ঘটনাটি কর্ণাটকের বেলাগাভি জেলার মুদালগি শহরে। ওই শহরে রাস্তার পাশে এক বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু যাত্রী। তখনই প্রবল বৃষ্টি নামে। পাশেই থাকা ড্রেনের জল পরিস্কার করতে গিয়ে সেই কৌটো দেখতে পান এক ব্যক্তি। সেই কৌটো খুলতেই অপরিণত মৃত সাতটি ভ্রূণ দেখতে পান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। এই বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দফতরের আধিকারিক ড: মোহিশ কোনি জানিয়েছেন, একটি কৌটোর ভিতরে সাতটি ভ্রূণ পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেকটির পাঁচ মাস বয়স। দেখে মনে হচ্ছে কোনও হাসপাতালে বা ক্লিনিকে গর্ভপাত করা হয়েছে। পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু হয়েছে। ভারতে গর্ভপাত বেআইনি। এই ঘটনার জন্য দ্রুত একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হবে।

প্রত্যাহার নিয়ে চিঠি শিন্ডের, পাল্টা তোপ রাউতের

মুম্বই, ২৫ জুন (হি.স.): এক-দু''জন নয়, মোট ৩৮ জন বিধায়কের পরিবারের সদস্যদের ওপর থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি লিখলেন শিবসেনার বিদ্রোহী বিধায়ক একনাথ শিন্ডে। উদ্ধব ঠাকরে ছাড়াও, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মহারাষ্ট্রের ডিজিপি-কেও চিঠি লিখেছেন একনাথ শিন্ডে। চিঠিতে শিন্ডে উল্লেখ করেছেন, বিদ্বেষের কারণে ৩৮ জন বিধায়কের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিধায়কদের পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের।

শিন্ডের এই চিঠির প্রেক্ষিতে শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত পাল্টা তোপ দেগেছেন। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'আপনি একজন বিধায়ক, তাই আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। আপনার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা প্রদান করা যাবে না।' এদিন বিজেপির বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, 'ছাগলের মতো (বিজেপি নেতাদের) বকবক করা বন্ধ করুন... গত রাতে শরদ পওয়ারের উপস্থিতিতে আমাদের বৈঠক চলাকালীন, আমরা ১০ জন (বিদ্রোহী) বিধায়কের ফোন পেয়েছি... বিধানসভায় আসুন, জানতে পারবেন কারা শক্তিশালী।'

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

রোজকার ডায়েটে এই ৫ সবজি থাকলেই বশে থাকবে ইউরিক অ্যাসিড

শরীরের প্রাকৃতিক বর্জ্য হল ইউরিক অ্যাসিড। আর ইউরিক অ্যাসিড রক্তে জমতে শুরু করলেই সেখান থেকে আসে একাধিক সমস্যা। হঠাতপায়ের পাতা ফুলে যাওয়া, পা ঠিকমতে ফেলতে না পারা, পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা বা কিডনির সমস্যার কারণ কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড। বর্তমানে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেশারের মতই শরীরে জাঁকিয়ে বসেছে এই ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা।

ইউরিক অ্যাসিড হল প্রাকৃতিক বর্জ্য, যা শরীর থেকে নির্গত হয় সেই সঙ্গে এই বর্জ কিন্তু আমাদের শরীর থেকে পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার হজমের পর নির্গত হয়। পিউরিন হল রাসায়নিক যৌগ যা কার্বন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে কিন্তু তখন হজমে সমস্যা হয়। কারণ আমাদের শরীর তা ঠিকমত হজম করতে পারে না। ফলে তখন শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়।

ইউরিক অ্যাসিড কিডনির মাধ্যমে ফিল্টার হয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। যখন তা বেরোতে না পারে তখন স্ফটিকের আকারে তা জমা হতে থাকে। এর কারণে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যা.। সেই সঙ্গে গাঁটে ব্যথা হয়। আর তাই হঠাতকরে জয়েন্টে ব্যথা, ফুলে যাওয়া. ব্যতা-প্রদাহ জনিত সমস্যা থাকলে প্রথম থেকেই সতর্ক হন। চিকিতকের পরামর্শ নিন। অতিরিক্ত প্রোটিন রোজের ডায়েট থেকে বাদ দিন। এছাড়াও ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখতে চিকিতকের দেওয়া ওষুধও নিয়ম করে খান। পাশাপাশি রোজের ডায়েটে রাখুন এই সব সবজিও।

লেবু- ভিটামিন সি শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। শরীরে সংক্রমণ রোধে সাহায্য করে ভিটামিন সি। তাই রোজকারের পাতে রাখুন লেবু। এছাড়াও খেতে পারেন আমলকি। যদি লেবু বা লেবুর রস খেতে ভাল না লাগে তাহলে ব্রেকফাস্টের পর এককাপ মুসাম্বির রস খান। এতেও শরীরে মিটবে ভিটামিন সি-এর চাহিদা।

রঙিন বাঁধাকপি- বাঁধাকপির মধ্যে প্রোটিন, শর্করার ভাগ কম। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাকে খনিজ লবণ, ভিটামিন। থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও। থাকে আয়রন, ক্যালশিয়াম, ক্যারোটিন। এছাড়াও থাকে ফ্ল্যাভিনয়েড। যে কারণে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা থাকে নিয়ন্ত্রণে।

টমেটো- ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় টমেটো খান, কিন্তু বীজ ফেলে খান। টমেটোর বীজে থাকে নাইট্রোজেন আর ফসফরাস- যা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও টমেটোর মধ্যে থাকে ভিটামিন সি। যা শরীরের একাধিক কাজে লাগে। তাই নিয়ম মেনে টমেটো খেতে পারেন।

শসা, গাজর- শসা আর গাজরের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এছাড়াও শসা, গাজরের মধ্যে কোনও রকম ক্যালোরি নেই। থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। শরীরের প্রয়োজনীয় হরমোন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও ভূমিকা আছে এই সব সবজির। আর তাই রোজের ডায়েটে রাখুন স্যালাড। ডালের পরিমাণ কম খান। কমান মাছ, মাংস, ডিমের পরিমাণও। বরং পেট ভরান স্যালাড খেয়ে।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ডিম কি সত্যিই হার্টের জন্য ভালো? জেনেনিন গবেষণার মতামত

সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে দিনে এক বা একাধিক ডিম খান অনেকেই। বিশেষ করে স্বাস্থ্য সচেতনরা দৈনিক একাধিক ডিম রাখেন পাতে। যদিও সবারই জানা যে, ডিমের কুসুবে পর্যাপ্ত কোলেস্টেরল থাকে।

ফলে অতিরিক্ত ডিম খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রাও বাড়তে পারে। অনেকের ধারণা, বেশি ডিম খাওয়া হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

আবার কিছু গবেষণা বলে ডিম হৃদয়ের স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। তাহলে সত্যি কোনটি? ২০১৮ সালে হার্ট জার্নালে প্রকাশিত এক সমীক্ষা পরিচালিত হয় চীনের প্রায় অর্ধ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্কদের উপর। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন অন্তত একটি করে ডিম খান তাদের হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

গবেষকরা এই সমীক্ষায় জনসংখ্যা-ভিত্তিক অধ্যয়ন চালান। ডিমের ব্যবহার কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী তা জানা ছিল গবেষকদের মূল উদ্দেশ্য।

চীনের বেইজিংয়ের পিকিং ইউনিভার্সিটির এপিডেমিওলজি অ্যান্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিকস বিভাগের (এমএসসি) অধ্যাপক ও সমীক্ষার লেখক ল্যাং প্যান জানান, এ সমীক্ষার মাধ্যমে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি ডিম খাওয়া ও কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকির মধ্যে অ্যাসোসিয়েশনে লিপিড মেটাবোলাইটগুলো কীভঅবে কাজ করে সে বিষয়ে।

প্যান ও তার দল চায়না কাদুরি বায়োব্যাঙ্ক থেকে ৪ হাজার ৭৭৮ জন অংশগ্রহণকারীকে বেছে নেন, যাদের মধ্যে ৩ হাজার ৪১ জনের কার্ডিওভাসকুলার রোগ ছিল ও ১ হাজার ৩৭৭ জন সুস্থ ছিলেন।

অংশগ্রহণকারীদের রক্ত থেকে নেওয়া প্লাজমা নমুনায় ২২৫টি বিপাক পরিমাপ করতে তারা লক্ষ্যযুক্ত নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স নামক এক কৌশল ব্যবহার করেন। এই বিপাকগুলোর মধ্যে, তারা ২৪টি শনাক্ত করেন, যা ডিম খাওয়ার স্ব-প্রতিবেদিত স্তরের সাথে যুক্ত ছিল।

ফলাফলে দেখা যায়, যে ব্যক্তিরা মাঝারি পরিমাণ ডিম খেয়েছেন তাদের রক্তে অ্যাপোলিপোপ্রোটিন এ১ উচ্চ ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিনের (এইচডিএল) একটি বিল্ডিং ব্লক নামক প্রোটিনের মাত্রা বেশি ছিল। যা ভালো লাইপোপ্রোটিন নামেও পরিচিত। তাদের রক্তে আরও বড় এইচডিএল অণু ছিল, যা রক্তনালিগুলো থেকে কোলেস্টেরল পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। ফলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হতে পারে এমন বাধাগুলো থেকে রক্ষা করে।

গবেষকরা আরও ১৪টি বিপাক শনাক্ত করেন যা হৃদরোগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা দেখেছেন অংশগ্রহণকারীদের যারা কম ডিম খেয়েছেন তাদের রক্তে উপকারী বিপাকের মাত্রা কম ও ক্ষতিকারকদের উচ্চ মাত্রা ছিল, যারা নিয়মিত ডিম খেয়েছিল তাদের তুলনায়।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডেমিওলজি অ্যান্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ক্যানকিং ইউ বলেছেন, আমাদের ফলাফল একদম স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে যে নিয়মিত ডিম খাওয়া কীভাবে হৃদরোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। ডিম খাওয়া ও কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকির মধ্যে অ্যাসোসিয়েশনে লিপিড মেটাবোলাইটগুলো যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা যাচাই করার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।"

চীনের বর্তমান স্বাস্থ্য নির্দেশিকাগুলো দিনে একটি ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেয় সবাইকে। তাই ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং আরও ভালো। হৃদরোগের সামগ্রিক ঝুঁকি কমাতে দিনে অন্তত একটি ডিম খাওয়া জরুরি। তবে অতিরিক্ত ডিম খাওয়া এড়িয়ে চলুন

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য যে কারণে উপকারী পেয়ারা

গোটা বিশ্বে প্রতিনিয়তই ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। যখন কারও ডায়াবেটিস হয়, তখন ওই মানুষের শরীরে ইনসুলিন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে দেহের কোষে গ্লুকোজ পৌঁছাতে পারে না। এতে করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত শর্করাযুক্ত খাবার ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী। এছাড়া আরও অনেক কারণে ডায়াবেটিস হতে পারে।

ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যা পুরোপুরি সারে না। তবে জীবনযাপন পদ্ধতি ও খাদ্যাভাসের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। পেয়ারাতে থাকা নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। এতে থাকা পুষ্টি উপাদান যেভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে-

১. গ্লাইসোমিক ইনডেক্সের পরিমাণ কম হওয়ায় পেয়ারা ধীরে ধীরে হজম হয়। এতে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২. পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকায় এটি হজম হতে বেশি সময় নেয়। এতে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায়।

৩. ওজন বাড়লে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের তথ্য অনুসারে, প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে মাত্র ৬৮ ক্যালরি এবং ৮ দশমিক ৯২ গ্রাম প্রাকৃতিক সুগার থাকে। পেয়ারাতে কম পরিমাণে ক্যালরি থাকায় এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে।

৪. পেয়ারাতে সামান্য পরিমাণে সোডিয়াম এবং উচ্চ পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে। এ কারণে এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে সহায়তা করে।

৫. কমলার তুলনায় পেয়ারাতে চার গুণ বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায়। নিয়মিত এটি খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। সেই সঙ্গে ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ নিয়ন্ত্রণেও এটি ভূমিকা রাখে। এসব ছাড়াও পেয়ারাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ থাকায় এটি স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী।

কম্পিউটারে সারাদিন কাজ করেন? তাহলে চোখের যত্ন নিন

যারা টানা নয় ঘণ্টা কম্পিউটরের সামনে বসে থেকে কাজ করেন বা ফোনে সারাদিন খুঁটিনাটি কাজ করেন তাদের চোখের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। এই তালিকায় যদি আপনারও নাম থাকে তাহলে আপনার জন্য দেওয়া রইল চোখ ভালো রাখার কিছু উপায়। একবার চোখ বুলিয়ে নিন, আর অফিসে বসেই চলতে থাকুক চোখের ব্যায়াম।

ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট

কম্পিউটারে কাজ করার সময় খেয়াল রাখুন চারদিক থেকে অতিরিক্ত আলো যেন আপনার কম্পিউটরে এসে না পড়ে। প্রয়োজনে কম্পিটারের ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট করে নিন।

চোখের পাতা ফেলুন

ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলুন। সাধারণত প্রতি তিন থেকে চার সেকেন্ড পরপর চোখের পাতা ফেলা চোখের ছোটো ছোট সমস্যার সমাধান করে, একটানা কাজ থেকে চোখকে বিশ্রামও দেয়। এতে দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে। যারা কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন বেশি ব্যবহার করেন, তাদের চোখের রেটিনা শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাদের ক্ষেত্রে এই 'আই ব্লিংকিং' ব্যায়াম খুবই উপযোগী। এতে চোখ শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা কমে এবং চোখের রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

বিশ্রাম-কাজের ফাঁকে চোখকে বিশ্রাম দিন, অন্তত ৩০ মিনিট অন্তর কাজ বন্ধ রাখুন দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য। চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারেন, বা এদিক ওদিক হেঁটে আসুন। দিনে বেশ কয়েকবার এভাবে করুন। এতে চোখের রক্ত সরবরাহ বাড়বে এবং চোখের পেশি সক্রিয় থাকবে।

চোখে জল দিন-মাঝে মাঝে চোখে জলের ঝাপটা দিন। সারাদিনে ১০ থেকে ১৫ বার চোখে জলের ঝাপটা দিন। তাতে চোখ ঠান্ডা থাকে। চোখ আর্দ হয় ও রক্তসঞ্চালন বাড়ে। তবে একদম ঠান্ডা বা মাত্রাতিরিক্ত গরম জল দেবেন না চোখে। শাক-সবজি, বাদাম, কমলালেবু- চোখ ভাল রাখতে গাজরের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাক-সবজি, বাদাম, কমলালেবু খান। টাটকা শাক-সবজিতে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি। যা চোখের কর্নিয়া ভাল রাখতে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত ঘুম- পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন। সারাদিনের কাজের পর অন্তত আট ঘণ্টা ঘুম জরুরি। খেয়াল রাখুন রাতে ঘুমের আধঘণ্টা আগে ফোন বা ল্যাপটপ বন্ধ করে দিন। ওদিকে আর দেখবেন না।

প্রতিদিন অতিরিক্ত মদ্যপানে আয়ু কমে আপনার: বলছে নতুন গবেষণা

প্রতিদিন অতিরিক্ত মদ্যপানে আয়ু কমে এমনি তথ্য জনিয়েছে একটি গবেষণা। ছয় লক্ষ মানুষের উপর করা এই গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি সপ্তাহে ১০ থেকে ১৫ বার "অ্যালকোহলিক" পানীয় পান করলে একজন মানুষের জীবনের এক থেকে দুই বছরের আয়ু কমে যেতে পারে। গবেষণায় আরও সতর্ক করে বলা হয়, সপ্তাহে ১৮ বারের বেশি কোনো ব্যক্তি মদ্যপান করলে তার আয়ু চার থেকে পাঁচ বছর কমে যেতে পারে। ২০১৬ সালে ইউকে গাইডলাইন অনুযায়ী এক সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের বেশি মদ্যপান করা উচিত না। এছাড়া ছয়টি ছোট আকারের ক্যানের বিয়ার অথবা সাত গ্লাস ওয়াইনের সমান। তল্যানসেট এর করা সেই গবেষণা বলছে, যারা হালকা মদ্যপান করেন তাদের মৃত্যুর ঝুঁকির মাত্রা বাড়ার কোন আশঙ্কা তারা দেখেন নি। তবে গাইডলাইন অনুযায়ী হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রতি ১২,৫ ইউনিট অ্যালকোহল সেবনে যেসব রোগের ঝুঁকি রয়েছে। স্ট্রোক ১৪ শতাংশ,. মারাত্মক উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগ ২৪ শতাংশ।. হৃদযন্ত্র বিকল হওয়া শতাংশ।

আয়ুর্বেদে ৩০০ টি রোগের চিকিৎসা হয় এই সবজি দিয়ে

দু'বছরে পাল্টে গিয়েছে বহু মানুষের জীবন। কোভিডের জন্য এখন মানুষ স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছে। রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগকে প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। এই ক্ষেত্রে খাওয়া-দাওয়া সঠিক বজায় রাখা দরকার। এখানে আপনাকে সাহায্য করতে পারে আয়ুর্বেদ। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে মানুষ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর ভরসা রেখে আসছে।

আর কেনই বা করবে না! এই চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন কার্যকর, তেমনই এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এমন পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে আপনি সজনের সাহায্য নিতে পারেন। মধ্যবিত্তের পাতে সজনে ডাঁটা প্রায়শই থাকে। কিন্তু আয়ুর্বেদ বলছে, এই গাছের ডাল, পাতা, কান্ড সব অংশই ঔষধি গুণে ভরপুর।

সজনেকে ড্রামস্টিক বা মোরিঙ্গাও বলা হয়। এই সবজিটির গুণাগুণ সম্পর্কে নিজের ইনস্টাগ্রাম তথ্য শেয়ার করেছেন আয়ুর্বেদ চিকিতসক দীক্ষা ভাবসার। বিশেষজ্ঞের মতে, এই 'অতিসাধারণ' সবজিটি ৩০০টি রোগের জন্য আয়ুর্বেদে ব্যবহার করা হয়। শুনে অবাক হচ্ছেন? তাহলে চলুন জেনে যাক, এর গুণাগুণ

আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞের মতে, সজনে হল এমন একটি সবজি যার মধ্যে অ্যান্টি-বায়োটিক, অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টি -ভাইরাল, অ্যান্টি-এজিং, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল গুণ রয়েছে। এই খাদ্যবস্তুটি বেদনানাশক, ডায়াবেটিস প্রতিরোধক এবং ক্যান্সার বিরোধী হিসেবে কাজ করে। সজনের মধ্যে ভিটামিন এ, বি, সি ভরপুর পরিমাণে রয়েছে। নিয়মিত সজনে খেলে শরীরে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাসের চাহিদা পূরণ হতে পারে।

নিয়মিত সজনে খেলে এটি হিমোগ্লোবিন উন্নত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এই উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মতো লাইফস্টাইল ডিজিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। লিভার ও কিডনিকে ডিটক্সিফাই করে, ফলে এটি রক্তকে পরিশুদ্ধ রাখে এবং একাধিক রোগের ঝুঁকি কমায়। এতে ত্বকের সমস্যাও অনেকটা কমে যায়।

যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁরাও খেতে পারেন সজনে। এটি বিপাকীয় হার বাড়িয়ে ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সুতরাং, সুগার রোগীরাও নির্দ্বিধায় সজনে খেতে পারেন।

বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত বাড়িতে সজনে ডাঁটাটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। বসন্তকালে সজনে ফুলও খান অনেকেই। কিন্তু জানেন কি এর পাতাও সমান ভাবে উপকারী। আসলে সজনে গাছের সব অংশই ওষুধি গুণে ভরপুর। কিন্তু এর পাতা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। আপনি চাইলে রান্না সজনের পাতা ব্যবহার করতে পারেন। যদিও বেশির ভাগ রান্নাঘরে অতিসাধারণ খাদ্যবস্তু হল সজনে ডাঁটা। সজনে ডাঁটা দিয়ে আপনি তরকারি, স্যুপ ইত্যাদি খেতে পারেন। আয়ুর্বেদে সজনে পাউডারও ব্যবহার করা হয়। স্বাস্থ্যের জন্য আপনি ১ চামচ এর পাউডার নিয়ে রুটি, প্যানকেক, স্মুদি, এনার্জি ড্রিংকে মিশিয়ে দিতে পারেন। এতেও একই উপকার মিলবে।

সুস্থ থাকতে নিয়মিত সকালে খালি পেটে যা যা খাবেন, জেনেনিন বিস্তারিত ভাবে

শরীর সুস্থ রাখতে কতজনই না কতকিছু করেন! অনেকেই ওজন কমাতে না খেয়ে দিন কাটান কিংবা রাত-দিন শরীরচর্চা করেন! তবে সুস্থ থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার খাবার।

কোন ধরনের খাবার আপনি কোন সময় খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে আপনার সুস্থতা। যখন যা ইচ্ছে হলো, তাই খেয়ে নিলে আপনি কখনো সুস্থ থাকতে পারবেন না।

কারণ পুষ্টিকর খাবার না খেলে আপনার শরীর সমান পুষ্টিগুণ পাবে না। এর ফলেই বিভিন্ন ভিটামিনের ঘাটতি কিংবা অতিরিক্ত হওয়ায় শরীরে দেখা দিতে পারে নানা রোগ।

দৈনন্দিন জীবনে সবাই ব্যস্ত সময় কাটান। এ কারণে হাতের কাছে যে যা পান, তাই খান! ফলে গ্যাস্ট্রিক, হজম না হওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়।

বিশেষ করে সকালের খাবার ঠিকঠাক না থাকলে সারাদিন অ্যানার্জি পায় না শরীর। পুষ্টিবিদদের মতে, সকালের খাবার কখনো বাদ দেওয়া উচিত নয়।

তবে সকালে ঠিক কোন কোন খাবারগুলো খেতে হবে, সেদিকে নজর রাখা জরুরি। কারণ সকালের খাবারের উপরই নির্ভর করে শরীরের অ্যানার্জি। চলুন জেনে নেওয়া যাক সকালে খালি পেটে কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত- সকালে উঠেই খালি পেটে লেবু ও মধু মেশানো জল খান অনেকেই। তবে যদি আপনি লেবু না মিশিয়ে মধু দিয়ে খান তাহলেও উপকার পাবেন। অনেকেরই লেবুতে গ্যাস্ট্রিক হয়, তারা শুধু মধু খেতে পারেন জলে মিশিয়ে।

মধুতে শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিন, উতসেচক থাকে। যা শরীরকে ভেতর থেকে পরিষ্কার রাখে। আর খালি পেটে খেলে মেটাবলিজম রেট বাড়ে। শরীর থেকে টক্সিন বের হয়। পুষ্টিবিদরা বলেন, সকালে খালি পেটে কয়েকটি ভেজানো কাঠবাদাম খেলে সারাদিন শরীরে যথেষ্ট অ্যানার্জি মেলে। এটি ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

আমন্ডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন ই, প্রোটিন, ফাইবার, ওমেগা-৩, ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। আমন্ডের সবটুকু পুষ্টি পেতে তা সারারাত ভিজিয়ে রাখবেন। তারপর সকালে উঠে খালি পেটে খাবেন।ডিমের পুষ্টিগুণ অনেক। আর তাই সকালের নাস্তায় অবশ্যই রাখুন ডিম সেদ্ধ কিংবা অমলেট। এর ফলে সারাদিন খুব বোশি ক্ষুধাও লাগবে না। এর ফলে ওজনও কমবে। ব্রেকফাস্টে ওটস অনেকেই খান। কেউ দুধ দিয়ে, কেউ আবার টকদই দিয়ে। তবে যদি পরিজ বানিয়ে নিতে পারেন তাহলে তা শরীরের জন্য আরও ভালো। গরম জলে ওটস আর পাকা কলা দিয়েই বানাতে পারেন পরিজ। এর ফলে শরীরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মাত্রা থাকবে নিয়ন্ত্রণে। কমবে কোলেস্টেরল। পরিজ তৈরি করতে কড়াইতে প্রথমে ওটস ভেজে নিন। এবার এতে ২ কাপ জল দিন। কিছুটা ঘন হলে আধা কাপ দুধ দিন। এবার দু চামচ গুড় বা মধু মিশিয়ে দিন। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে উপরে আমন্ড, কাজু ছড়িয়ে খান। ইচ্ছে হলে কলা, আপেল দিতে পারেন। সকালের নাস্তায় অবশ্যই ফল রাখুন। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে, খালি পেটে ফল খেতে হয় না। তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, উপোস ভাঙার পর কিংবা দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার পর খালি পেটে ফল খাওয়া উচিত। ফলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, ফাইবার ও জল থাকে। যা শরীরে তাতক্ষণিক শক্তি যোগায়।

মুখের এক দিক অবশ

কানাডার পপ তারকা জাস্টিন বিবার সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে জানিয়েছেন, তিনি রামসে হান্ট সিনড্রোম নামে বিরল এক অসুখে আক্রান্ত। এই কারণে তাঁর মুখের ডান দিক সম্পূর্ণভাবে অসাড় হয়ে গিয়েছে। চোখের পাতা পড়ছে না এবং সেই পাশের নাসারন্ধ্রও কাজ করছে না।

কী এই রামসে হান্ট সিনড্রোম? এই রোগের কারণ কী? এর উপসর্গই বা কী? আসুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত।রামসে হান্ট সিন্ড্রোম কী? রামসে হান্ট সিনড্রোম হল ভ্যারিসেলা-জোস্টার ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট এক প্রকার স্নায়বিক রোগ। আর, এই ভাইরাসের কারণেই কিন্তু চিকেনপক্স এবং রোগ হয়। রামসে হান্ট সিন্ড্রোমের ফলে রোগীর মুখের পক্ষাঘাত হতে পারে এবং শ্রবণশক্তিও চলে যেতে পারে। চিকেনপক্স সেরে যাওয়ার পরেও, এই ভাইরাসটি স্নায়ুর মধ্যে থেকে যায়। এটি কয়েক বছর পরে পুনরায় সক্রিয় হতে পারে, আর যখন সক্রিয় হয় তখন আমাদের মুখের স্নায়ুকে আক্রমণ করতে পারে। এই অসুখের কারণে মুখ এবং কানের স্নায়ুর ক্ষতি হয়।

জাতীয় সড়কের পাশে বন্যাত্রাণ শিবিরে দুরন্ত গাড়ির হামলা, হত এক

জাগিরোড (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় সড়কের পাশে এ মুহূর্তে কেবল বন্যাদুর্গত মানুষের শিবির। এরই মধ্যে গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত প্রায় ১২টা নাগাদ জাগিরোডের ধরমতুলে জাতীয় সড়কের পাশে দুরন্ত বেপরোয়া এক গাড়ির চাপায় এক ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর পাশাপাশি নয় মাসের শিশুসন্তান ও মহিলা সহ সাতজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। নিহতকে বছর ২৫—এর বুবু দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন যথাক্রমে রামপাল দাস, রীতা দাস, শিব দাস, সংগীত দাস, সঞ্জীব দাস, সঞ্জয় দাস (নয় মাস) এবং শোণিত দাস। তাঁদের মধ্যে দুজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, প্রশাসন প্রদত্ত প্লাস্টিকের ত্রিপাল টাঙিয়ে খোলা আকাশের নীচে জাতীয় সড়কের পাশে অসংখ্য বন্যার্ত পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন। গতকাল রাতে একই পরিবারের সদস্যরা বসে খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় এএস ০১ এনসি ১২০৪ নম্বরের একটি টাটা মোবাইল সেখানে দণ্ডায়মান একটি টাটা ম্যাজিকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মেরে ওই পরিবারের ওপর চড়ে বসে। এতে বুবু দাস ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান এবং বাকি সাতজন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে অকুস্থলে স্থানীয় পুলিশের দল এসে হতাহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এদিকে বিভিন্ন মহল থেকে এ ধরনের দুর্ঘটনার জন্য প্রশসনকে দায়ী করা হচ্ছে। ওই সব মহলের বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার পাশে এ মুহূর্তে কেবল বন্যার্তদের ত্রাণশিবিরের লাইন। এমতাবস্থায় যে সব স্থানে জাতীয় সড়কের পাশে ত্রাণশিবির রয়েছে, সে সব স্থানে রাস্তার দু মাথায় কেন দুরন্ত বেপরোয়া গাড়িঘোড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তবে ঘটনাস্থলে আজ এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখিন হলে এই ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান পুলিশের জনৈক পদস্থ অফিসার।

বেজিংয়ে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

বেজিং, ২৫ জুন (হি. স.) : করোনার কারণে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বেজিংয়েও বন্ধ ছিল স্কুল। তবে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। সে কারণে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি এখন আগের থেকে অনেকটাই উন্নত। তাই, অনলাইনে নয়, পঠন-পাঠন হবে অফ লাইনে। আপাতত প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সব স্কুলেই শুরু হবে পঠন-পাঠন। তবে ক্লাস শুরু হলেও দূরত্ব বিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্কুলে আসতে হবে মাস্ক পরে। কিন্ডারগার্টের স্কুল খুলবে ৪ জুলাই থেকে।প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারির স্কুল খোলার জন্য বেজিংয়ের শিক্ষা কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, করোনা সংক্রমণ আগের থেকে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তাই, অনলাইনের পরিবর্তে ক্লাশ অফলাইনে শুরু করতে হবে। স্কুলে আসতে হলে মানতে হবে দূরত্ববিধি। বেজিং মিউনিসিপ্যাল ব্যুরোর তরফ থেকে গত পৃথক বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, আগামী ২৭ জুন থেকে খেলোয়াড়েরা অনুশীলন শুরু করতে পারেন। তবে সেই সব জায়গাতেই অনুশীলন করা যাবে যেখানে গত সাত দিনে গোষ্ঠী সংক্রমণের খবর পাওয়া যায়নি।

গুয়াহাটি-যোরহাট টাউনের মধ্যে একটি দ্বি-সাপ্তাহিক ট্রেন চালাবে এনএফ রেল

গুয়াহাটি, ২৫ জুন (হি.স.) : আগামী এক মাসের জন্য পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে জাগিরোড পর্যন্ত ০৫৮০১/০৫৮০২ নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফ রেল)। এতে ওই পথে স্বল্পদূরত্বের যাত্রীরা লাভান্বিত হবেন। অতিরিক্তভাবে, আন্তঃনগর যাত্রীদের সুবিধার্থে এক মাসের জন্য গুয়াহাটি-যোরহাট টাউনের মধ্যে একটি দ্বি-সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন ০৫৮৮৮/০৫৮৮৭ চালানোর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এই খবর দিয়ে জানান, ০৫৮০১ নম্বর (নিউ বঙাইগাঁও-জাগিরোড স্পেশাল) ট্রেনটি নিউ বঙাইগাঁও থেকে ০৪.৫০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে জাগিরোডে পৌঁছবে ১২.০০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৮০২ নম্বর (জাগিরোড-নিউ বঙাইগাঁও স্পেশাল) ট্রেনটি জাগিরোড থেকে ১৪.৫৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে ২২.১৫ ঘণ্টায় নিউ বঙাইগাঁও পৌঁছবে। এই সম্প্রসারণ আগামী ৪ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত দৈনিক ভিত্তিতে কার্যকর হবে। নিউ বঙাইগাঁও থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেনটির স্টপেজের পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে উভয় যাত্রার সময় নারেঙ্গি, পানিখাইতি, ঠাকুরকুচি, পানবাড়ি, ডিগারু, তেতেলিয়া, কামরূপ ক্ষেত্রি ও বরাহুতে স্টপেজ দেবে। নিউ বঙাইগাঁও ও গুয়াহাটির মধ্যে ট্রেনটির সময়সূচি ও স্টপেজ অপরিবর্তিত থাকবে।তিনি আরও জানান, ০৫৮৮৮ নম্বর (গুয়াহাটি-যোরহাট টাউন স্পেশাল) ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ০৬.৪৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে যোরহাটে পৌঁছবে ১৪.২৫ ঘণ্টায়। একইভাবে ০৫৮৮৭ নম্বর (যোরহাট টাউন-গুয়াহাটি স্পেশাল) ট্রেনটি যোরহাট টাউন থেকে ১৫.৩০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে গুয়াহাটিতে ২৩.০০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ট্রেনটি ২৯ জুন থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত প্রতি বুধ ও শনিবার চলাচল করবে। উভয় পথে যাত্রা করার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি হোজাই, লামডিং, ডিফু, ডিমাপুর, ফারকাটিং ও মরিয়নি স্টেশনে স্টপেজ দেবে। ট্রেনটি যোরহাট টাউন ও গুয়াহাটির মানুষদের জন্য আরও একটি বিকল্পমূলক যাত্রার ব্যবস্থা প্রদান করবে বলে আশা করছেন এনএফ রেলওয়ে কর্তপক্ষ।সব্যসাচী দে জানান, গুয়াহাটি-যোরহাট টাউন-গুয়াহাটি স্পেশাল ট্রেনে ছয়টি কামরা থাকবে। এর মধ্যে তিনটি এসি চেয়ার কার, একটি ভিস্তাডোম কোচ ও দুটি জেনারেটর কাম লাগেজ ব্রেক ভ্যান থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে, বিভিন্ন খবরের কাগজ এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেপাওয়া যাবে।যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি যাচাই করার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী।

পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচনে শক্তি মাপছে সব দল, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

শিলিগুড়ি, ২৫ জুন (হি. স.)। রবিবার পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচনের পালা। দার্জিলিংয়ের পুরসভা ভোটের ফল প্রকাশিত। পাহাড়ের সব রাজনৈতিক দল তাদের শক্তি মেপে নিয়েছে। এ বার পালা পাহাড়ের জিটিএ ভোট করে নেওয়ার। জুন মাসেই ভোট ঘোষণার আগে থেকেই প্রশাসনিক স্তরে শুরু হয়ে গিয়েছিল এই নির্বাচন করানোর জন্য তৎপরতা।প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠকের পরে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২৬ জুন ভোট। পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে। সূত্রের খবর, বর্ষা মিটলে পাহাড়ে বাকি থাকা তিন পুরসভার ভোট করানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। গত এপ্রিল মাসে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছিলেন শীঘ্রই পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন হবে। পাহাড়ে এই মুহূর্তে শুধু পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের দু''টি স্তর রয়েছে। সংশোধনী এনে সেখানে জেলা পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে।পাহাড়ের পঞ্চায়েত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঢিলেমির অভিযোগ অবশ্য আনছে রাজ্য। রাজ্য প্রশাসন নজর রেখেছিল পাহাড়ের সব রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিনা? পুরভোটে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জিটিএ ভোটের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হয়েছিল সেই সময়েই। নবান্নের তরফে পাহাড়ের দলগুলিকে আগেই সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবি দীর্ঘ দিনের। জিটিএ-র পর গোটা রাজ্যের সঙ্গে সেই ভোট পর্বও মিটিয়ে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার।

গত ২৬ অক্টোবর কার্শিয়াং সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় সমস্যার চিরকালীন সমাধানের কথা বলেছিলেন। সমস্ত দলকে একজোট হতে বলেছিলেন। কমিটি গড়েছিলেন। যাতে পাহাড়ের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এই নিয়ে গত এপ্রিল মাসে মাসে আলাদা আলাদা করে কথা হয়েছে অনীত থাপা-বিমল গুরুং-রোশন গিরিদের সঙ্গে। তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিনয় তামাং যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। আর পাহাড়ের নতুন আঞ্চলিক দল হিসেবে উঠে এসেছে হামরো পার্টি। ফলে পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোটকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রশাসনিক এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে পাহাড়ের সব আঞ্চলিক দল।এবার নির্বাচনে নেই বিজেপি ও জিএনএলএফের মতো দলগুলি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যেসব দল এবার লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছে তারা হল অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি। গত পুরসভা নির্বাচনে ভালো ফল করেছিল হামরো পার্টি। এছাড়া রয়েছে অনিত থাপার দল। নির্দলরাও প্রায় ২০০ বেশি প্রার্থী। এর পাশাপাশি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বিনয় তামাং। ফলে তৃণমূলও এবার লড়াই দিতে পারে।

রাগী মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা রামপুরহাট হাসপাতালে

রামপুরহাট, ২৫ জুন (হি.স.): রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় মৃতের পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতালে ভাঙচুরের পাশাপাশি তিন নিরাপত্তা কর্মীকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতের পরিবারের তিন সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার রাতে।জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের বহুতাল গ্রামের বাসিন্দা সুজন শেখ নামে এক যুবককে শুক্রবার রাতে আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কিছুক্ষন পরে নার্সিংহোমে ভর্তি করার উদ্দেশ্যে তাঁকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। কিন্ত নার্সিংহোমে ভর্তি না হওয়ায় তাঁকে ফের রামপুরহাট মেডিক্যালে আনা হয়। পরে সেখানেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এরপরই চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিজনরা। হাসপাতালের কর্মীদের মারধর ও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুই দেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

জার্মানি ও আমিরশাহিতে ঠাসা কর্মসূচি মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): জার্মানি ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-এই দুই দেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজের আমন্ত্রণে সে দেশে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অংশ নেবেন জি-৭ শিখর সম্মেলনে। জার্মানি ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতেও যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জার্মানিতে থাকাকালীন প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মোদী মিলিত হবেন।২৬ এবং ২৭ তারিখে জার্মানি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, জি-৭ সম্মেলনে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে। সেখানে তাঁর দ্বিপাক্ষিক পার্শ্ববৈঠক হতে পারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে। জি-৭-এর যে সম্মেলনগুলিতে মোদী থাকবেন, সেখানে পরিবেশ, লিঙ্গসাম্য, শক্তি, খাদ্য নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। জার্মানিতে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন প্রধানমন্ত্রী।আগামী ২৮ তারিখ এক দিনের জন্য আবু ধাবি যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নতুন প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে অভিনন্দন জানাবেন তিনি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে এটিই হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বৈঠক।

মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে সম্মুখসমরে উদ্ধব-শিন্ডে

মুম্বই, ২৫ জুন (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এবং শিবসেনার বিদ্রোহী মন্ত্রী একনাথ শিন্ডে একে অপরের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতে শুরু করেছেন। শিন্ডে তার সমর্থক শিবসেনা বিধায়কদের সঙ্গে গুয়াহাটির রেডিসন হোটেল থেকে হুঙ্কার দিচ্ছেন, আর উদ্ধব মাতোশ্রী থেকে।উদ্ধব ঠাকরে বিদ্রোহী বিধায়কদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আজ দুপুর ১টায় শিবসেনা ভবনে শিবসেনার জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এতে কার্যত অংশ নেবেন উদ্ধব। এর পাশাপাশি শিন্দেকে সমর্থনকারী ১৬ জন বিধায়ককে নোটিশও জারি করা হতে পারে। এই ইস্যুতে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার নরহরি জিরওয়ালের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া শুরু করেছে শিন্দে গোষ্ঠী।

মহাবিকাশ আঘাড়ি সরকারে শিবসেনা নেতা ও মন্ত্রী শিন্ডের বিদ্রোহের পর উদ্ধব ঠাকরের ছেলে তথা মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা বাবার ডাল বাঁচাতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন। সন্ধ্যা ৬টা ৬০ মিনিটে সেনাদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি।

এদিকে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জোটের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, শিব সৈনিকদের ভয়ঙ্কর বিক্ষোভের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্র পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণের সাহসেই নির্মিত পদ্মা সেতু : শেখ হাসিনা

ঢাকা, ২৫ জুন (হি.স.): পদ্মা সেতু নির্মাণের কৃতিত্ব বাংলাদেশের জনগণকেই দিলেন শেখ হাসিনা। শনিবার পদ্মা সেতু উদ্বোধন করার পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ আমার সাহসের ঠিকানা। সেই সাহস নিয়েই পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন সকাল দশটা নাগাদ শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, হেলিকপ্টারে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন হাসিনা। শেখ হাসিনার সমাবেশস্থলে এদিন ছিল জনস্রোত।

পদ্মাসেতু উদ্বোধন করার পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ আমার সাহসের ঠিকানা। সেই সাহস নিয়েই পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, আমার মাটি আছে, মানুষ আছে। আমরা সেই মানুষের সহযোগিতায় পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। মানুষের সহযোগিতায় সঙ্কট উত্তরণ করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা করোনাভাইরাস মোকাবিলা করেছি, ইউক্রেন যুদ্ধ মোকাবিলা করেছি।

গরু পাচারের দায়ে অভিযুক্তদের মুক্তি চেয়ে থানায় চড়াও,ধৃতদের জেল হেফাজত

বাঁকুড়া, ২৫ জুন(হি. স.) : গরু পাচারের দায়ে অভিযুক্তদের মুক্তি চেয়ে থানায় হামলায় ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ বাঁকুড়া আদালতে। গত বৃহস্পতিবার সকালে গরু পাচারকারি সন্দেহে বড়জোড়া থানার পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ওই ৩ জন একটি টাটা এসি গাড়িতে করে ৭ টি গরু মালিয়াড়া - মেটালি রাস্তায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারা গরু গুলির বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়। বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।বড়জোড়া থানার গুড়ুরবাঁধ গ্রামের অভিযুক্ত রাজেশ শেখ, আনারুল মল্লিক ও হাট আশুড়িয়া গ্রামের বিশ্বজিৎ ধীবরকে রিমান্ডে এনে তদন্ত শুরু করে। এই খবরে শুক্রবার গুড়ুরবাঁধ গ্রামের শতাধিক বাসিন্দা বড়জোড়া থানায় এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাদের দাবি মিথ্যা অভিযোগ এনে পুলিশ তাদের ফাঁসিয়েছে। ধৃত ৩ জনই নির্দোষ। পুলিশের কাছে তারা দাবি করতে থাকে ধৃতদের ছেড়ে দিতে হবে। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে বোঝাতে থাকে ধৃত আসামীদের কোর্ট পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছেন। গরু চোরা চালান নিয়ে তাদের কাছে কোনো গোপন সুত্র রয়েছে কিনা তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। কিন্তু বিক্ষোভকারিরা কোনো কথাই শুনতে চায়নি। একসময় তারা আসামীদের জোর করে ছিনতাই করারও চেষ্টা করে বলে পুলিশ সূত্রে এমনই অভিযোগ। পুলিশের সঙ্গে বচসা চলতে চলতে আচমকা থানায় ভাঙচুর এবং পুলিশ কর্মীদের মারধরও করার অভিযোগও আনা হয়েছে। একসময় পুলিশ জনতা খন্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুহুর্তে ধুন্দুমার কান্ড বেঁধে যায় থানা চত্বরে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ লাঠি চালাতে বাধ্য হয়। যদিও লাঠি চালানোর কথা অস্বীকার করেছে পুলিশ। এরপর পুলিশ ৭ জনকে গ্রেফতার করে। প্রত্যেকের বাড়ি গুড়ুরবাঁধ গ্রামেই। শনিবার তাদেরকে বাঁকুড়া কোর্টে তোলা হয়। বিচারক সকলকেই ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এদিনের ঘটনায় ধৃতরা হল আয়নাল মিদ্দ্যা , বাহার আলী মিদ্দ্যা , সোহেল মিদ্দ্যা ওরফে আব্দুল আলীম, আবেদ আলি শেখ, লুদেজা বিবি ও রসবা বিবি ওরফে রসবা মোল্লা। এদের প্রত্যেকের বাড়ি গুড়ুরবাঁধে এদেরকে গ্রেফতার করে। এনিয়ে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে। বড়জোড়ার বিজেপি নেতা সোমনাথ কর বলেন, গোটা রাজ্যে যেমন আইনের শাসন নেই

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক গদাধর হাজরা

কীর্নাহার , ২৫ জুন (হি. স.) : বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন নানুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক গদাধর হাজরা। শনিবার কীর্ণাহার ২ নং অঞ্চল তৃণমূলের কর্মী সম্মেলনে প্রকাশ্য মঞ্চে তিনি বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল ও বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে ফের তৃণমূলে যোগদান করেন। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন একদা অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ এই নেতা। ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের সময় বাম দুর্গ নানুরে তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করেন গদাধর হাজরা। ২০১৬ সালে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধানের কাছে পরাজিত হন তিনি। এরপর অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ এই গদাধর হাজরাকে দলের জেলা যুব সভাপতি করা হয়। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিল্লিতে গিয়ে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। এদিন তৃণমূলের যোগ দেওয়ার পর বিজেপি প্রসঙ্গে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন গদাধর হাজরা। তিনি বলেন, 'বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই লাগায়। বিজেপি হিজরেদের দল। আমকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

ফের টলিউড অভিনেত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা, পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : ফের টলিউড অভিনেত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা প্রকাশ্যে এল। পুলিসের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন অভিনেত্রী দেবলীনা দে। এই মুহূর্তে তিনি দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতেই আদতে পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা দেবলীনা যাদবপুরে তাঁর ফ্ল্যাটে আসেন। গভীর রাতে তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে তিনি ইংরেজিতে একটি পোস্টে লেখেন, বেঁচে থাকার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছি। এসবের জন্য আমার পরিবার দায়ী। এখন আমার শান্তি চাই। চির বিদায়। এরপরই তাঁর পরিচিতরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও, তা সম্ভব হয়নি।পরে কোনও এক ব্যক্তির তৎপরতায় খবর যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তাঁর ফ্ল্যাটে যায় পূর্ব যাদপুর থানার পুলিশ। তবে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় ভেঙে ঢুকতে হয় পুলিসকে। ঢুকেই পুলিশ দেখে, অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে দেবলীনা। তাঁর পাশ থেকেই উদ্ধার হয় একটি সুইসাইড নোটও। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিস।

আপাতত মুকুন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। বিগত দেড় বছর ধরে মুকুন্দপুর এলাকারই একটি আবাসনে থাকছিলেন দেবলীনা দে নামের ওই মডেল। ২৭ বছরের ওই মডেলের বাড়ি কালনায়। কাজের জন্যই কলকাতায় থাকছিলেন তিনি। কিন্তু, কিছুদিন ধরে কোনও কাজ ছিল না তাঁর হাতে। সেই কারণেই পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া চলছিল বেশ কিছুকাল ধরে।

ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, সিরিয়ালের টুকটাক কাজ পাচ্ছিলেন দেবলীনা। কিন্তু, এতে তাঁর দিন গুজরান হচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মাসে ১০ হাজার টাকা করে পাঠানোও হতো দেবলীনাকে। যা দিয়ে বাড়ি ভাড়া, রান্নার লোকের বেতন, এমনকী বাজারও করতেন অভিনেত্রী। দিনের পর দিন তাঁকে এভাবে টাকা জোগাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। আর এ নিয়ে ঝগড়ার জেরেই নাকি ওই কাণ্ড ঘটিয়েছেন টেলি অভিনেত্রী।জানা গিয়েছে, গত ২ জুন দেবলীনার ২৮ তম জন্মদিন ছিল। ওইদিন কালনার বাড়িতে অভিনেত্রী তথা মডেলের জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করা হয়। ওই পার্টির পর নাকি ফ্যাশন বুটিক খোলার জন্য লক্ষাধিক টাকা চান দেবলীনা। ওই দাবি মেনে নিতে নারাজ ছিল তাঁর পরিবার। দেবলীনার ভাই বেশ কিছু কথাও নাকি শুনিয়েছিল তাঁকে। যার পরে ভাইয়ের সঙ্গে বচসা এবং হাতাহাতি হয় দেবলীনার। ঘটনার দিনই সব রকম সামাজিক মাধ্যম থেকে পরিবারের সদস্যদের নাকি ব্লকও করে দিয়েছিলেন তিনি।

৩ জুন বিকেলে একটি গাড়ি ভাড়া করে দেবলীনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেবলীনা অত্যন্ত খামখেয়ালি এবং বদরাগী হওয়ায় তাঁর মা চেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আসতে। কিন্তু, দেবলীনা নাকি চাননি তাঁর মা সঙ্গে আসুন। জানা গিয়েছে, ২৪ জুন নরেন্দ্রপুরের একটি বাগান বাড়িতে একটি আগমনী মিউজিক ভিডিয়োর শ্যুট ছিল। সতীর্থদের দাবি, সকালে সেখানে গিয়েছিলেন দেবলীনা। এরপর কারওকে কিছু না জানিয়ে উধাও হয়ে যান তিনি। বন্ধ করে দেন নিজের মোবাইলও। পরে ফেসবুকে নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে একটি নাতিদীর্ঘ পোস্ট করে নাকি রাতে বেশ কয়েকটি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন তিনি। বিষয়টি চোখে পড়ামাত্র তাঁকে উদ্ধার করা হয়। ভোর রাতে তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রচুর পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন অভিনেত্রী। আপাতত তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এবং পরিবারকেই বা কেন দায়ী করলেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেও একের পর এক অভিনেত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল বিনোদন জগতে।

বাজারে এসে গেছে রসালো ফল আনারস। ছবি ঃ নিজস্ব

বদায়ুতে বাইকে ধাক্কা মিনি ট্রাকের; মা ও শিশুকন্যার মৃত্যু, আহত ৩ জন

বদায়ু, ২৫ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বদায়ু জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকে ধাক্কা মারল একটি মিনিট্রাক। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মা ও শিশুকন্যার এবং আহত হয়েছেন ৩ জন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোতোয়ালি সাহাসওয়ান থানা এলাকায়। বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি মিনিট্রাক ধাক্কা মারে মোটরবাইকে। সংঘর্ষের জেরে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বাইকটি। মৃত্যু হয় মা ও শিশুকন্যার। মৃতদের নাম আরতি (২৮) ও পাঁচ মাসের মেয়ে প্রজ্ঞা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মহিলার স্বামী, দেওর ও ছেলে। পুলিশ ইন্সপেক্টর সঞ্জীব শুক্লা জানিয়েছেন, ওষুধ আনতে যাচ্ছিলেন তাঁরা, সেই সময় সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাচলা রোডে কোল্ড স্টোরেজের কাছে। দুর্ঘটনার পরই সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় মিনিট্রাকের চালক। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আস্থা ভোট জিতবে শিবসেনাই, বলেছেন রাউত

মুম্বই, ২৫ জুন (হি. স.) : শিবসেনাকে 'হইজ্যাক' করা যাবে না এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভায় আস্থা ভোট জিতবে শিবসেনা। শনিবার এই দাবি করলেন দলের মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় রাউত। তিনি বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে শিবসেনা বিধায়ক একনাথ শিন্ডে এবং অন্যান্য বিধায়কদের বিদ্রোহের পরে রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য বলেছেন।
রাউত বলেন, যদি ফড়নবিস হস্তক্ষেপ করেন, 'আবার তিনি ব্যর্থ হবেন এবং তাঁর দলের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হবে'। রাউত আরও বলেন, হাজার হাজার শিব সৈনিক তাদের রক্ত দিয়েছেন এবং দলের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শিগগিরই বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সেনার জাতীয় কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিন্দে গোষ্ঠীর ১০ জন বিধায়ক শিবসেনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, দাবি সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ২৫ জুন (হি. স.) : একনাথ শিন্দে গোষ্ঠীর ১০ জন বিধায়ক শিবসেনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত দাবি করেছেন। মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে ক্ষমতাসীন শনিবার এই দাবি করে বলেন, এই বিধায়করা শুক্রবার গভীর রাতে ফোনে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। বিদ্রোহী বিধায়কদের অবিলম্বে মুম্বাই ফিরে আসা উচিত। রাজ্যসভার সদস্য রাউত এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের নাম নিয়েছিলেন এবং তাকে শিবসেনার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে বলেছেন। তিনি বলেন, ফড়নবিস ভাল বন্ধু। তাদের নিজেদের সুনামের যত্ন নেওয়া উচিত। রাউত এর আগেও বিজেপির বিরুদ্ধে শিবসেনা বিধায়কদের ভাঙার অভিযোগ করেছেন। রাউতের অভিযোগে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাতিল বলেন, শিবসেনার বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের পিছনে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই। রাউত বলেন, শিবসেনা আগের মতোই কংগ্রেস এবং এনসিপির সমর্থন সরকার চালাবে। শুক্রবার, যখন শরদ পাওয়ার এবং উদ্ধব ঠাকরের মধ্যে বৈঠক চলছিল, সেই সময়ে গুয়াহাটির হোটেলে থাকা ১০ জন বিধায়ক ফোন করেছিলেন এবং শিবসেনায় থাকার বিষয়ে কথা বলেছিলেন। আজ শিবসেনার জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য গতকাল সবাইকে জানানো হয়েছে। এই বৈঠকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এনসিপি এবং কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ঠাকরের পিছনে রয়েছে, তাই যারা বিদ্রোহ করছেন তাদের গুয়াহাটি থেকে এখানে এসে কথা বলা উচিত।

আহমেদাবাদে দেব কমপ্লেক্সে আগুন, হাসপাতাল থেকে ১০টি শিশু-সহ উদ্ধার ৫০ জন রোগী

আহমেদাবাদ, ২৫ জুন (হি.স.): আগুন লাগল আহমেদাবাদের পরিমল গার্ডেনের কাছে দেব কমপ্লেক্সে। শনিবার দুপুরে দেব কমপ্লেক্সে অবস্থিত একটি ভবনে আগুন লাগে। ওই ভবনে চারটি হাসপাতাল রয়েছে, তার মধ্যে একটি শিশুদের। ভবনের তিনতলায় আগুন লাগে, চতুর্থ তলে হাসপাতাল। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ২৭টি ইঞ্জিন। হাসপাতাল থেকে ৫০ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১০টি শিশু। দমকল অফিসার জয়েশ খাদিয়া জানিয়েছেন, দুপুর ১.২৫ মিনিট নাগাদ তৃতীয় তলায় আগুনের সূত্রপাত হয় সেখানে একটি আইটি ফার্মের কম্পিউটার সার্ভার রয়েছে। দুপুর ১.২৫ মিনিটে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

রবিবার নয়াদিল্লি থেকে কামাখ্যার উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেন ছাড়বে

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) : রবিবার একটি বিশেষ ট্রেন নয়াদিল্লি থেকে কামাখ্যার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। অসমের রাজধানী গুয়াহাটির মা কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়া যাত্রীদের সুবিধার্থে এই ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর রেল। উত্তর রেলের মুখপাত্র বলেছেন, ট্রেন নং ০৪০০২ নিউদিল্লি -কামাখ্যা স্পেশালটি ২৬ জুন সকাল ০০.০৫ মিনিটে নয়াদিল্লি ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন সকাল ৭.৫০ টায় কামাখ্যা পৌঁছবে।এসি, স্লিপার এবং সাধারণ শ্রেণীর কোচ সমন্বিত এই বিশেষ ট্রেনটি কানপুর সেন্ট্রাল, প্রয়াগ জং., পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং., পাটলিপুত্র, বারাউনি, কাটিহার জং., নিউজলপাইগুড়ির পথ হয়ে কামাখ্যা পৌঁছবে।

দিল্লি

● প্রথম পাতার পর

কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই আলোচনায় দিল্লি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএফটি। সাথে তিনি যোগ করেন, তিপরা মথা থেকে আজ অঘোর দেববর্মা আইপিএফটি-তে যোগ দিয়েছেন।

পূর্বোত্তরের

● প্রথম পাতার পর

থেকে যা ২৭৯ জন জনজাতি বিধায়ক এনডিএ -র রাষ্ট্রপতি প্রার্থী দৌপদী মুর্মুকে সমর্থন দিয়েছে যদিও তারা সবাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মোট ভোটের মূল্য ১০৮১৫৪৬ ভোট।

ত্রিপুরা থেকে

● প্রথম পাতার পর

সাড়া দিয়ে আনারস পরিবহণে বিমান মাশুল কমিয়েছে ইন্ডিগো। ত্রিপুরা মুখ্য সচিব কুমার অলক এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকার ক্রমাগত আবেদনে সাড়া দিয়ে ইন্ডিগো দিল্লি এবং কলকাতা আনারস পরিবহণে বিমান মাশুল কমিয়েছে। তাতে, কৃষকরা আরও উপকৃত হবেন। তিনি জানান, ৩০০ কেজির অধিক পর্যন্ত দিল্লি প্রতি কেজি আনারস ১২ টাকা এবং কলকাতা প্রতি কেজি ৯ টাকা দরে বিমান মাশুল নেবে ইন্ডিগো।

তিপরা মথায়

● প্রথম পাতার পর

করেননি। ফলে, আজও ঐ দাবি হিমঘরে পড়ে রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, এন সি দেববর্মার নেতৃত্বে আইপিএফটি এখন বিজেপির বি টিম হিসেবে কার্য করছে। ফলে, তাঁদের সাথে ঘর করা সম্ভব নয়। তাই, আগামী ২ জুলাই সকলে একত্রিতভাবে তিপরা মথায় যোগদান করব। তাঁদের দাবি, তিপরা মথা গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের ডাক দিয়েছে। তাই, আমরা ওই ডাকে সাড়া দিতে চলেছি।এ-বিষয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, সমর্থকদের সাথে আমার এখনো দলবদল নিয়ে আলোচনা হয়নি। তাঁরা দলবদল করতে চলেছেন এমনটা আমাকে জানাননি। ফলে, এখনই কিছু বলতে পারছিনা। তাঁদের সাথে আলোচনাক্রমে পরবর্তী সময়ে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নরেন্দ্র মোদীর ২০ বছরের রাজনৈতিক জীবন-পরিক্রমার ওপর লেখা বই উন্মোচন মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৫ জুন (হি.স.) : প্রবীণ সাংবাদিক ধীরেনন্দনাথ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট গায়ক অঙ্গরাগ মহন্ত, দৌড়বিদ হিমা দাস, বক্সার লাভলিনা বড়গোহাঁই, শাটলার পিভি সিন্ধু, পদ্মশ্রী ডা. ইলিয়াস আলি, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা প্রমুখ বিশিষ্টজনদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০ বছরের রাজনৈতিক জীবন-পরিক্রমার ওপর লেখা ''Modi@20 - Dreams Meet Delivery'' শীর্ষক বইয়ের উন্মোচন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে আয়োজিত আজ শনিবার এই বই উন্মোচনী অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন রাজ্যের শাসকদলের সাংসদ, মন্ত্রী বিধায়ক সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিক এবং প্রশাসনিক পদস্থ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকবর্গ।

নন্দন নিলেকানি, সুধা মূর্তি, সদগুরু, পিভি সিন্ধু সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং লেখকদের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ বইটি রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এবং সম্পাদনা করেছে ব্লুক্রাফ ডিজিটাল ফাউন্ডেশন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ যে মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন লেখকরা। বইয়ে মোদী-শাসনের মডেলকেও তুলে ধরা হয়েছে যা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, Modi@20 - Dreams Meet Delivery নিঃসন্দেহে একটি অবিশ্বাস্য বই। একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত দু-দশকের যাত্রাকে নিয়ে রচিত এই বইটি প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক ভারতের একটি তথ্যবহুল ঐতিহাসিক দলিল। একটি যুগান্তকারী বইয়ের উন্মোচনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর গোটা দেশে গুজরাট মডেল হিসেবে স্থান লাভ করেছে। কৃষি সহ সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এনে নরেন্দ্র মোদী গুজরাট মডেলকে বিশ্বের সামনে সাফল্যের ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় চার মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকার পর তিনি দেশের সকল শ্রেণির মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। ২০১৪ সালের আগে কেন্দ্রে কোনও সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসেনি। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসে, বলেন হিমন্তবিশ্ব।

ড় শর্মা বলেন, ১৯৮৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পঁচিশ বছর জোট সরকার ছিল ভারতে। সমস্ত সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থে সমঝোতার নীতি ছিল। এতে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের দুর্বল অবস্থান জাতীয় স্বার্থকে ব্যাহত করেছে। এমন পরিবেশ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। তাদের মনোবল ছিল নিম্নগামী। এমন এক প্রেক্ষাপটে নতুন আশার প্রতীক হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর আবির্ভাব ঘটে জাতীয় দৃশ্যপটে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সমালোচকরা বলেন, বিজেপির প্রতি জনসমর্থন জনগণের অস্থায়ী অনুভূতির প্রতিফলন। তাঁদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদি জনগণকে যে স্বপ্ন ও আশা দেখিয়েছিলেন তা কখনও পূরণ করতে পারবেন না। কিন্তু সমালোচকদের ওই সব মতামত ভুল প্রমাণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে আরও বেশি জনসমর্থনের সাথে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, যা গত পাঁচ দশকে নজিরবিহীন ঘটনা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসাবে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের দুই দশক পূর্ণ করেছেন। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় একটি দেশে প্রায় দুই দশক ধরে জনসাধারণের কল্পনাকে একক চিন্তায় আলোড়িত করা বিরল। তবে গত কুড়ি বছরে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করে একটি নাম একটি ধারণা দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছে, যার নাম নরেন্দ্র মোদী। আজ মোদী একটি পরিবর্তনের নাম, একটি আশার নাম, একটি প্রত্যয়ের নাম। দেশবাসী বিশ্বাস করেন, মোদী থাকলে সবই সম্ভব। মানুষ বিশ্বাস করেন, মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়, যোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উন্মোচিত বইটির কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী পদে নরেন্দ্র মোদীর উত্থানের কুড়িটি ঘটনাবহুল বছর এবং এই সময়কালে কীভাবে জীবনকে প্রভাবিত করেছে তার উপর একটি বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে একটি দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ ছিল। এ বিষয়ে অবশ্য ভিন্ন জনের ভিন্ন মতামত থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে সন্দেহ নেই, ব্লুক্রাফ ডিজিটাল ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচিত, প্রভাবশালী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতামত এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বইটিতে যে নিবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছে তাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিত্বকে সফলভাবে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তাই তিনি বইটির সম্পাদনা ও সংকলনের সাথে জড়িত ব্লুক্রাফ ডিজিটাল ফাউন্ডেশনের প্রত্যেক কর্মকর্তাকে অভিনন্দন জানান। এই অনুষ্ঠানে তিনি রূপা পাবলিকেশনস ইন্ডিয়াকে বইটি অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন যাতে সমাজের বিভিন্ন অংশের পাঠকরা বইটি পড়তে পারেন।

হিমাচলে বিরাট রোড-শো কেজরিওয়াল ও মানের, দুর্নীতি দূরীকরণের আশ্বাস

কুল্লু, ২৫ জুন (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কুল্লুতে বিরাট রোড শো করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। রোড শো থেকে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি দূরীকরণের আশ্বাস দিয়েছেন। কেজরিওয়াল এদিন রোড শো থেকে বলেছেন, কখনও কী শুনেছেন একজন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রীকেই জেলে পাঠাচ্ছেন? মান সাহেব জানতে পারলেন তাঁর স্বাস্থ্যমন্ত্রী অসাধু কাজের সঙ্গে জড়িত। বিরোধীরা, মিডিয়া জানত না। তিনি চাইলেই ধামাচাপা দিতে পারতেন, কিন্তু তেমনটা করেননি। মন্ত্রীকে জেলে পাঠিয়েছেন।
কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, 'আমরা রাজনীতি জানি। রাজনীতি করতেও এখানে আসিনি। আন্না আন্দোলন থেকে আমাদের যাত্রা শুরু তারপর আমরা দল গঠন করি। দেশ থেকে দুর্নীতি শেষ করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রথমে আমরা দিল্লি থেকে দুর্নীতি শেষ করেছি, এবার পঞ্জাবে আমাদের কাজ শুরু হয়েছে। এদিন হিমাচল প্রদেশ সরকারকেও কটাক্ষ করেছেন দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

চূড়ান্ত

● প্রথম পাতার পর

মেতে উঠতে প্রস্তুত। আগরতলায় জগন্নাথ জিউর মন্দির সহ বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রা উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

এবছর আগরতলা জগন্নাথ মন্দিরে নয়দিন ব্যাপী বিশেষ রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পহেলা জুলাই হবে মূল অনুষ্ঠান। এদিন জাঁকজমকপূর্ণভাবে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। রথ যাত্রা উৎসবের প্রস্তুতি সম্পর্কে শনিবার জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি বলেন, এ বছর পহেলা জুলাই থেকে নয় জুলাই পর্যন্ত রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ৪ থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত বিশেষ ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে সাধু-সন্ত প্রচুর সমাগম হবে।

তিনি জানান, ইতিমধ্যেই বিশেষ ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে দেশ-বিদেশের সাধু-সন্ত ও ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন। এবছরের রথযাত্রা উৎসবকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার জন্য জগন্নাথ মন্দিরের তরফ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

আটক

● প্রথম পাতার পর

সে জানায় অপর এক যুবক নাকি তার হাতে টাকা দিয়ে পালিয়ে গেছে। অবশ্য তার এই দাবি কেউ মেনে নেয়নি। জিবি আউটপোস্ট এর পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য গতকালও জিবি হাসপাতালের আউটডোরের টিকিট কাউন্টারের সামনে থেকে এক মহিলার ৫০০০ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। জিবি হাসপাতাল একের পর এক এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে দূর-দূরান্ত থেকে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজন চরম নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছেন। জিবি হাসপাতাল এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি উঠেছে।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু পরস্পরবিরোধী স্বার্থের কারণে এটি বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তিপরা মথা এবং আইপিএফটি-র সাথে একই রকম ঘটনা ঘটছে।

সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোতে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, নেতারা তাদের সমর্থকদের এক দল থেকে অন্য দল পরিবর্তন করতে থাকেন। আজ, সিনিয়র তিপরা মথা নেতা অঘোর দেববর্মা তার পুরনো দল আইপিএফটি -তে ফিরে এসেছেন। আইপিএফটি ষষ্ঠ তফসিল এলাকা সহ তিপ্রাল্যান্ডের একটি পৃথক রাজ্যের দাবিতে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু, বিজেপির সঙ্গে জোট গঠনের পর, তারা তাদের মূল দাবি নিয়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যাওয়া থেকে বিরত থাকে।

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বাধীন তিপ্রা মথাকে আইপিএফটি -র সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, তিপরা মথারও একই চাহিদা রয়েছে। তারা বৃহত্তর তিপ্রাল্যান্ড চায় এবং এখন তারা গত এক বছর ধরে টিটিএএডিসি এলাকায় কাজ করছে। বলা বাহুল্য, তারাও আইপিএফটি -র একই লাইনে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আঞ্চলিক দলগুলোর মূল এজেন্ডা হচ্ছে জনগণকে বিভ্রান্ত করা এবং তাদের নির্বাচনী সুবিধার জন্য ব্যবহার করা।

টানা প্রায় ৩৫ দিন ধরে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) : দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি টানা ৩৫ তম দিনে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রেখেছে। শনিবারও পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম পরিবর্তন করেনি।
ইন্ডিয়ান অয়েলের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে আজ শনিবার পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেলের প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম যথাক্রমে ১১১.৩৫ টাকা এবং ৯৭.২৮ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেলর দাম ৯২.৭৬ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৪ টাকা।
গত ২৫ মে সাধারণ মানুষকে একটি বড় স্বস্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর আবগারি শুল্ক যথাক্রমে ৮ টাকা এবং ৬ টাকা প্রতি লিটার কমানোর ঘোষণা করেছিল। এই কারণে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৯.৫ টাকা এবং ৭ টাকা কমেছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে, লন্ডন ব্রেন্ট ক্রুড আজ ব্যারেল প্রতি ১১৩.১২ ডলার এবং ইউএস ক্রুড ২.৬৮ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১০৭.৬০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

উৎকন্ঠা

● প্রথম পাতার পর

করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে, শাসক শিবিরও কিছুটা চিন্তায় রয়েছে। বিশেষ করে ৬-আগরতলা কেন্দ্র নিয়ে শাসক দল অনেকটাই চিন্তায় রয়েছে। জয় নিশ্চিত ভেবেও তাঁরা ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ফলে, আগামীকাল সেমিফাইনালের ফলাফল নিয়ে ত্রিপুরার রাজনীতি সরগরম থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

খোয়াইয়ে

● প্রথম পাতার পর

তরফ থেকে পুলিশকে খবর পাঠানো হয় তাঁত চৌমুহনী এলাকায় দুই নেশা কারবারি ঘুরাফেরা করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশ সাফল্য পেয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নেশা কারবারীরা ঐসব এলাকায় প্রায় সময়ই ঘোরাফেরা করে এবং নেশা সামগ্রী যুবসমাজের হাতে তুলে দিচ্ছে। সর্বনাশা নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে পতিত হচ্ছে। নেশার কবলে পড়ে নেশাখোররা নেশার টাকার যোগান নিশ্চিত করতে চুরি সহ নানা অঘটন ঘটিয়ে চলছে। তাতে সমাজে অস্থিরতা বাড়ছে। নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

উদ্বোধন

● প্রথম পাতার পর

পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, আমার মাটি আছে, মানুষ আছে। আমরা সেই মানুষের সহযোগিতায় পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। মানুষের সহযোগিতায় সঙ্কট উত্তরণ করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা করোনাভাইরাস মোকাবিলা করেছি, ইউক্রেন যুদ্ধ মোকাবিলা করেছি।

পদ্মা সেতু শুধুমাত্র কলকাতা ও ঢাকার দূরত্ব কমাবে না। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের তীরের মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব একশো কিলোমিটার কমে যাবে। কলকাতা থেকে বাসে ঢাকায় আসতে হলে এখন বাস পদ্মা পার হয় স্টিমারে চেপে। অনেকটা সময় লেগে যায়। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর বাস একেবারে সড়ক পথেই সরাসরি ঢাকায় পৌঁছবে। কলকাতা থেকে ঢাকার দূরত্ব কমবে। পদ্মা সেতু শুধু কলকাতা, ঢাকার দূরত্ব কমাবে না। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের তীরের মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব একশো কিলোমিটার কমে যাবে। এই দুই বন্দর ভারতকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ফলে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ সুগম হবে।

প্রসঙ্গত, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের অন্যান্য বড় শহরের সঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার সড়ক এবং রেল যোগাযোগ স্থাপন করবে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থায়ন বন্ধ থেকে শুরু করে নানা কারণে ব্যাপক আলোচিত এ সেতু বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে আজ বাস্তবায়ন হল।

ক্রীড়া

জাতীয় আসরে মিশ্র ফলাফল করে রাজ্যে ফিরলো বালিকা ফুটবলাররা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। রাজ্যে ফিরলো বালিকা ফুটবলাররা। অসমের সোনাপুর থেকে। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ১৬ গোল হজম করে শনিবার রাজ্যে ফিরলো বাসন্তি রিয়াং-রা। আসরের একমাত্র সান্তনা পিছিয়ে থেকেও চন্ডীগড় জয়। রাজ্যদলের এতো খারাপ পারফরম্যান্সের কারন কী তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে? জানা গেছে, কম প্রস্তুতি এবং অধিক সংখ্যক নতুন মুখই ফলাফল বাজে হওয়ার অন্যতম কারন। জাতীয় আসরে ভালো ফলাফল করতে মনিপুর, মিজোরাম, বাংলা, দাদরা এন্ড নদর হাবেলীর মতো দল প্রায় দুই মাস অনুশীলন করে খেলতে এসেছে। সেখানে ত্রিপুরার ফুটবলাররা মাত্র ৭ দিন অনুশীলন করে অসমে গিয়েছিলো। এনিয়ে ত্রিপুরা দলের কোচ শুবেনজিৎ সিনহা স্পষ্টভাবে বলেন, 'মাত্র ৭ দিনের অনুশীলনে কখনও ভালো ফলাফল করা যায় না। জাতীয় আসরে ভালো ফলাফল করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনের ব্যবস্থা করা দরকার। সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তাদের। নতুবা কখনও জাতীয় আসরে ভালো ফলাফল করতে পারবে না ত্রিপুরা'। বাজে পারফরম্যান্সে হতাশ রাজ্য দলের ফুটবলাররাও।

শান্তিরবাজারে স্কুল ক্রিকেট ফের শুরু জয় অব্যাহত রেখে শীর্ষে বাইখোড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ফের শুরু শান্তিরবাজারের ক্রিকেট। যদিও এটি শান্তিরবাজার আন্তঃস্কুল অনূর্ধ-১৭ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। শুরু হয়েছিল ক''দিন আগেই। বৃষ্টি এবং মন্দ আবহাওয়ার কারণে কদিন খেলা স্থগিত রাখার পর শনিবার থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে স্কুল ক্রিকেটের আসর। বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল দল শনিবারে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে উত্তর তাওখামা হাইস্কুলকে ৭৯ রানের ব্যবধানে। নিজেদের তিন ম্যাচের শেষে ১০ পয়েন্ট পেয়ে বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল দল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। যদিও ডাবল-লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। প্রথম লিগের খেলা শেষ হতে আরও একটি ম্যাচ অবশিষ্ট রয়েছে। সেটি আগামীকালই হবে, জুলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল বনাম বৃন্তক শিক্ষা নিকেতনের মধ্যে। ফিরতি লীগ শুরু হওয়ার আগেই বাইখোড়া স্কুল দলকে নিরঙ্কুশ সেরা বলেই ভাবা হচ্ছে। যদিও প্রথম লীগের তিনটি ম্যাচে বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে। দলগুলো বাধ্য হয়েছে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিতে। শনিবার সকালে বাইখোড়া স্কুল গ্রাউন্ডে ৪৫ ওভারের ডে ম্যাচ, শুরুতে টস জিতে বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪৫ ওভার ফুরিয়ে যাবার ২ বল বাকি থাকতে বাইখোড়া স্কুল দল সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৮৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দেব কুমার রিয়াং-এর ৫০ রান, অনুরাগ দেবনাথের ৪৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। দেবকুমার ৩৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫০ রান পায়। অনুরাগ ৪৫ রান পেয়েছে ৬৯টি বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি সহযোগে। উত্তর তাওখমা হাইস্কুলের প্রসেনজিৎ দেববর্মা, রবিকুমার নোয়াতিয়া, সাধনকুমার নোয়াতিয়া, বিশ্বনাথ নোয়াতিয়া প্রত্যেকে দু''টি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে উত্তর তাওখমা হাই স্কুল ৩৫ ওভার খেলে ২০৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে বড় স্কোর বলতে রাহুল দেববর্মার ৩৯ রান উল্লেখ করার মতো। রাহুল ২৯ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৩৯রান পেয়েছে। বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেণি স্কুলের দ্বীপজয় দত্ত ৩৮ রানে চারটি এবং অনুরাগ দেবনাথ ৩১ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল ৭৯ রানে ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের দৌলতে অনুরাগ দেবনাথকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার দেওয়া হয়।

চেস অলিম্পিয়াডকে সামনে রেখে রাজ্য স্কুল রেটিং দাবা ১০ জুলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। স্থগিত হওয়া রাজ্য স্কুল রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১০ জুলাই। চলবে ১১ জুলাই পর্যন্ত। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব দীপক সাহা এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন। এ আই সি এফ এবং রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে দুদিনব্যাপী রাজ্য স্কুল দাবা শুরু হওয়ার কথা ছিলো ১৯ জুন থেকে। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল আসর। এরপরই ঘোষনা হয়েছিলো ১০-১১ জুলাই হবে আসর। ঘোষনার পরই সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষা থাকায় আপত্তি জানাতে থাকেন অভিভাবকরা। এনিয়ে রাজ্য সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে হয় সভা অভিভাবকদের। বিশেষ করে সমস্যা দেখা দেয় অনূর্ধ-১৭ এবং ১৯ জাতীয় আসরে অংশ নেওয়া দাবাড়ুদের। কিন্তু ফেডারেশনের যে নির্দেশ তাতে ১৫ জুলাই এর মধ্যে আসর শেষ করে বিজয়ীদের নাম পাঠাতেই হবে। তাই বাধ্য হয়েই রাজ্য সংস্থার কর্তারা ওই দিনটি বেছে নেন। প্রসঙ্গত:৪৪ তম চেস আলিম্পিয়াডকে সামনে রেখেই হবে ওই আসর। প্রতিযোগিতায় সেরা দুইজন বালক এবং বালিকাদের পাশাপাশি সরকারি বিদ্যালয় থেকে সেরা একজন করে ছেলে এবং মেয়ে- মোট ৬ জনকে চেন্নাই অলিম্পিয়াড বিশ্ব বরেন্য দাবাড়ুদের খেলা দেখার সুযোগ করে দেবে ফেডারেশন বিনা খরচে।

টিসিএ-র উদ্যোগে ২৮ জুন থেকে রাজ্যব্যাপী ওপেন ট্রায়াল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ক্রিকেটারদের ওপেন ট্রায়াল'' ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে। ছেলেদের বিশেষ করে অনূর্ধ-১৯ এবং অনূর্ধ-১৬ বছর বিভাগের ক্রিকেটাররা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাঠে রিপোর্ট করবে ওপেন ট্রায়ালের জন্য। প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা ওপেন ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবে। অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেটারদের জন্মতারিখ হতে হবে ১-৯-২০০৩ তারিখে বা তার পরে। অনূর্ধ-১৬ ক্রিকেটারদের জন্ম তারিখ হতে হবে ২-৯-২০০৬ ও ১-৯-২০০৮ এর মধ্যে। যারা ইতিমধ্যে অনূর্ধ-১৯ এবং অনূর্ধ-১৬ প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণরত রয়েছে তাদের এই ওপেন ট্রায়ালে অংশ নিতে হবে না। উল্লেখ্য, সদর ও জিরানিয়া মহকুমার ক্রিকেটাররা ২৮ জুনে ওপেন ট্রায়ালে আসবে এমবিবি স্টেডিয়ামে। একইভাবে মোহনপুর ও জম্পুইজলার ক্রিকেটাররা ২৯ জুন, খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়ার ক্রিকেটাররা ৩০ জুন এবং বিশালগড়, সোনামুড়ার ক্রিকেটাররা ১ জুলাই এই এমবিবি স্টেডিয়ামে ট্রায়ালে আসবে। বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার এবং সাব্রুম মহকুমার ক্রিকেটাররা ওপেন ট্রায়ালে ৩ জুলাইয়ে আসবে বাইখোরা দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল গ্রাউন্ডে। একইভাবে অমরপুর, করবুক এবং উদয়পুরের ক্রিকেটাররা ৪ জুলাই ওপেন ট্রায়ালে আসবে সেই বাইখোরা স্কুল গ্রাউন্ডেই। আমবাসা, গন্ডাছড়ার ক্রিকেটাররা ৬ জুলাই তারিখে আমবাসায় দশমীঘাট গ্রাউন্ডে ওপেন ট্রায়ালে আসবে। একইভাবে কমলপুর ও লংতরাই ভ্যালির ক্রিকেটাররা আমবাসায় দশমীঘাট গ্রাউন্ডে ট্রায়ালে আসবে, ৭ জুলাইয়ে। ধর্মনগর, কুমারঘাট ও পানিসাগরের ক্রিকেটাররা ৯ জুলাইয়ে কৈলাশহরের আর কে আই স্কুল গ্রাউন্ডে ট্রায়ালে আসবে। একইভাবে কাঞ্চনপুর এবং কৈলাশহরের ক্রিকেটাররা ১০ জুলাই কৈলাশহরের আর কে আই স্কুল গ্রাউন্ডেই ট্রায়ালে আসবে। সামগ্রিক স্পটার হিসেবে হেড কোচ গৌতম সোম, কোচ হিসেবে জয়ন্ত দেবনাথ, তপন কুমার দেব এবং সুজিত রায় প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। ওপেন ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের নির্ধারিত ডকুমেন্ট ও পোশাকাদি সহ নির্ধারিত তারিখে, নির্দিষ্ট গ্রাউন্ডে বেলা ১১ টায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

'শত্রু'র হলুদে সাজল গ্যালারি, তিক্ত অতীত ভুলে ফিঞ্চদের কৃতজ্ঞতা লঙ্কাবাসীর

আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত, অশান্ত শ্রীলঙ্কায় ক্রিকেট খেলতে আসা নিয়ে দ্বিধায় ছিল অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তান পাশে থাকার বার্তা দিয়ে শ্রীলঙ্কায় বেশি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল। তার দরকার হয়নি। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের আশ্বাসে খেলতে আসেন প্যাট কামিন্স, অ্যারন ফিঞ্চরা। অস্ট্রেলীয়রা এলেন। খেললেন। এক ম্যাচ বাকি থাকতে এক দিনের সিরিজ হারলেন। তাও শ্রীলঙ্কার মানুষের বিপুল সমর্থন, ভালবাসা পেলেন! শ্রীলঙ্কার মানুষ সেই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের ধন্যবাদ জানালেন, যে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাঁদের দেশের ক্রিকেট সম্পর্ক শীতল। নতুন নয়। কয়েক দশকের পুরনো এই শীতলতা। সেই ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে যায়নি অস্ট্রেলিয়া। নিরাপত্তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজও। আইসিসির বহু অনুরোধেও কাজ হয়নি। দু'পয়েন্টের বিনিময়ে নিজেদের সিদ্ধান্তেই অনড় ছিল দু'দেশ। সেই বিশ্বকাপের ফাইনালেই মার্ক টেলরের দলকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অর্জুন রণতুঙ্গার দল। সেটাই প্রথম। এবং শেষও। শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-সম্পর্কে কালি রয়েছে আরও। ১৯৯৬ বিশ্বকাপের আগেই জানুয়ারি মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একটি এক দিনের ম্যাচের ঘটনা। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অফ স্পিনার মুথাইয়া মুরলিথরনকে বল ছোড়ার অভিযোগে নো ডাকেন অস্ট্রেলীয় আম্পায়ার রস এমারসন। আম্পায়ার হিসাবে সেটাই ছিল এমারসনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ক্ষুব্ধ রণতুঙ্গা দল তুলে নিতে চেয়েছিলেন। আইসিসির বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সামনে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল মুরলিথরনকে। তিন বছর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলাতে পারেননি এমারসনও ফিরে আসার পর বল ছুড়ছেন সন্দেহে মুরলিথরনকে আবার নো ডাকেন তিনি। আবারও নতুন করে উত্তাপ ছড়ায়। সেই অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর উচ্ছ্বাসে শ্রীলঙ্কার মানুষ মেতে উঠলেও অবাক হওয়ার ছিল না। কিন্তু অতীতের তিক্ততা মুছে দিল ২০২২। সঙ্কটের শ্রীলঙ্কায় নানা সমস্যা হতে পারে জেনেও খেলতে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। সকলকে অবাক করে পরাজিত কামিন্সদেরই কুর্নিশ জানাল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট জনতা। পঞ্চম এক দিনের ম্যাচে গলের গ্যালারিতে দেখা গেল অসংখ্য ব্যানার, টিফো। শ্রীলঙ্কার বহু সমর্থকের গায়ে ছিল অস্ট্রেলিয়ার হলুদ রঙের পোশাক। অনেকের হাতে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পতাকাও। পরাজিত দলকে এ ভাবেই ধন্যবাদ জানালেন শ্রীলঙ্কার মানুষ। দাসুন সনকার দল আগেই সিরিজ জিতে দেশবাসীর মানসিক ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিয়েছিল। সনকারা সুযোগই পেতেন না ফিঞ্চরা না এলে। শ্রীলঙ্কাবাসীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনে আপ্লুত অজি ক্রিকেটাররাও। উচ্ছ্বসিত গ্লেন ম্যাক্সওয়েল তো বলেই দিয়েছেন, "আগের সফরগুলোয় আমাদের সাধারণত শত্রু হিসাবেই বিবেচনা করা হত। গ্যালারিতে কিছু অস্ট্রেলীয় সমর্থক থাকলেও শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটপ্রেমীরা কখনই আমাদের সমর্থন করতেন না। এ বারের সফরে নতুন অভিজ্ঞতা হল। এই অভিজ্ঞতা অসাধারণ। দলের সকলেরই অন্য রকম অনুভূতি হয়েছে। বিদেশের মাটিতেও যে ভাবে আমাদের সমানে উৎসাহিত করা হয়েছে, সেটা অনবদ্য।" শুক্রবার ম্যাচের পর সারা মাঠ ঘুরে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটপ্রেমীদের পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়েছেন ফিঞ্চ, কামিন্স, ম্যাক্সওয়েলরা। সনকারা হয়তো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতলেন। কিন্তু ফিঞ্চরা জিতে নিলেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়। যে হৃদয়ের রং নীল নয়, হলুদ!

অনুশীলন পর্ব চলছে জোড়কদমে কোচ, ক্রিকেটাররা অনেকটাই স্বস্তিতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। স্বস্তিতে ফিরছেন কোচ-রা। সম্ভাবনা জেগে উঠলো মাঠে অনুশীলন করার। বিগত কয়েকদিন ধরেই এম বি বি স্টেডিয়ামের ইন্ডোর হলে চলছে অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেটারদের অনুশীলন পর্ব। বৃষ্টির জন্য এখনও ক্রিকেটাররা মাঠে অনুশীলন করার সুযোগ পায়নি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার ডাকে এই শিবিরে ৫৫ জন খুদে ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে। দুটো বিভাগে ভাগ করে আপাতত অনুশীলন চলছে ক্রিকেটারদের। থেমে থেমেই বিগত কয়েকদিন ধরে চলছে বৃষ্টি। এর ফলে কোনও ভাবেই মাঠে ক্রিকেটারদের নামানো সম্ভব হচ্ছে না। সকাল, বিকেল দুই বেলা অনুশীলন চলছে এই ক্রিকেটারদের। টি সি এ-র তরফে বিশেষ ভাবে করানও হচ্ছে ক্রিকেটারদের এই অনুশীলন পর্ব।

আগামী মরশুমে অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি আসরের কথা ভেবে। তবে ধীরে ধীরে এখন প্রকৃতি স্বাভাবিক হয়েছে। কোচদের অনুমান, মাঠ পেতে আরও কম করে পাঁচ থেকে ছয় দিন সময় লাগবে। একই অনুমান করে জানালেন এম বি বি স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড স্টাফরা। প্রতিদিন এম বি বি স্টেডিয়ামে কাজ করে চলেছেন গ্রাউন্ড স্টাফরা। তবে এখনও মাঠ পুরোপুরি ভাবে তৈরি নয়। একই সঙ্গে প্রেকটিস সেডগুলো ও আপাতত তৈরি হয়নি। যার ফলে বাধ্য হয়ে এখনও ১৬ ক্রিকেটারদের ইন্ডোর হলেই প্রেকটিস করতে হচ্ছে অনবরত। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। তবে গ্রাউন্ড স্টাফদের অভিমত, আগামী চার পাঁচদিন যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে পুরোপুরি ভাবে তৈরি হয়ে যাবে অনুশীলনের জন্য প্রেকটিস উইকেটগুলো। মাঠের একজন গ্রাউন্ড স্টাফ এই কথাই জানালেন প্রতিবেদককে। এদিকে কোচ দের অভিমত, ক্রিকেটারদের গ্রাউন্ডে অনুশীলন খুবই জরুরি। তাও পর্যাপ্ত পরিমানেই।

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড টেস্টে হঠাৎ হাজির 'প্রয়াত' ওয়ার্ন! ক্ষিপ্ত অনুরাগীরা

তাঁর মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে সাড়ে তিন মাস। ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মাঝে হঠাৎই আবির্ভাব শেন ওয়ার্নের। টিভিতে ম্যাচ চলাকালীন একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় প্রয়াত অস্ট্রেলীয় স্পিনারকে। সেই বিজ্ঞাপন ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কটাক্ষে ভরিয়ে দিয়েছেন সমর্থকরা। চাপে পড়ে সম্প্রচারকারী চ্যানেল সেই বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিলেও ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞাপনে ওয়ার্নকে দেখা গিয়েছে একটি চুল প্রতিস্থাপন সংস্থার হয়ে কথা বলতে। কী করে মাথায় চুল গজাবে, সে সম্পর্কে ওয়ার্নকে বিশদে বলতে দেখা গিয়েছে ওই বিজ্ঞাপনে। তবে সমর্থকরা মোটেই এই বিজ্ঞাপনকে ভাল ভাবে নেননি। তাঁদের মতে, ওয়ার্নকে অপমান করা হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনকে 'রুচিহীন' বলে দেগে দিয়েছেন সমর্থকরা। সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে আর ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। বিজ্ঞাপন দেখানো বন্ধ করা হয়। প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড টেস্টের সম্প্রচার করছে যে চ্যানেল, তারাই সিরিজের প্রথম টেস্টে বিভিন্ন ভাবে প্রয়াত ওয়ার্নকে সম্মান জানিয়েছিল। এখন তারাই ক্ষোভের মুখে। এক সমর্থক লিখেছেন, 'শেন ওয়ার্ন অনেক দিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। এখন কি তাঁর বিজ্ঞাপন দেখানোটা আপনাদের কাছে রুচিসম্মত মনে হয়?' আর এক জন লিখেছেন, 'শেন ওয়ার্নকে এখন বিজ্ঞাপনের প্রচার করতে দেখতে ভাল লাগছে না। আশা করি ওর পরিবার এর থেকে অর্থ পাচ্ছে।' এক সমর্থক লিখেছেন, 'শেন ওয়ার্নকে এ ভাবে দেখতে আমরা কেউ চাই না। অত্যন্ত খারাপ জিনিস দেখানো হচ্ছে।'

প্রয়াস ব্যর্থ, স্বপ্ন চূর্ণ মুম্বাইয়ের, রঞ্জি চ্যাম্পিয়ান এম.পি : ঘোষণা রবিবার

বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক, ২৫ জুন।। প্রথম ইনিংসে লিড মধ্যপ্রদেশের। ব্যাকফুটে মুম্বাই। এবারকার মতো রঞ্জি সেরার স্বপ্ন চূর্ণ অসাধারণ রেকর্ডের অধিকারী মুম্বাইয়ের জন্য। ৮৭-তম রঞ্জি ট্রফি মুখ্যত মধ্যপ্রদেশের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। মুম্বাইয়ের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৩৭৪ রানের জবাবে মধ্যপ্রদেশের ব্যাটার্সরা এতটাই দায়িত্বপূর্ণ ব্যাট করেছে। তিন তিনটি শতরানের পাশাপাশি একটি অর্ধশত রানে সমৃদ্ধ স্কোর ১৬২ রান লিড নিয়ে থেমেছে। জবাবে মুম্বাই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ২২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করেছে। যদিও গাণিতিক হিসেবে ট্রফি ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের দোরগোড়ায় চলে গেছে, ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হচ্ছে ধরে নিয়ে। মধ্যপ্রদেশ শনিবারে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেছিল ৩৬৮ রানের পাশাপাশি ৭ উইকেট হাতে নিয়ে। একটু গতিময় ক্রিকেট খেলে মধ্যপ্রদেশ আজ ১৬৮ রান যোগ করে ৫৩৬ রানে থামে। দলের পক্ষে যশ, শুভম-এর জোড়া শতরানের মত রজত পাতিদারের ১২২ রান এবং সারাংশ জৈনের ৫৭ রান উল্লেখযোগ্য। মুম্বাইয়ের বোলার শেমস মুলানি পাঁচটি, তুষার দেশপান্ডে তিনটি এবং মোহিত অভস্থি দুটি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে মুম্বাই দিনের খেলা শেষে ২ উইকেটে ১১৩ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে অধিনায়ক পৃথ্বী শাহ ৪৪ রানে, হার্দিক তমোর ২৫ রানে আউট হলেও আরমান জাফর ৩০ রানে এবং সুবেদ পার্কার ৯ রানে উইকেটে রয়েছেন।

মিতালি-ঝুলনদের পরের প্রজন্মকে তুলে আনতে বড় উদ্যোগ সৌরভ-শাহদের

ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজদের পরেও ভারতীয় ক্রিকেটে জোগান যাতে ঠিক থাকে, তার জন্য উদ্যোগী হল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জয় শাহরা ভারতের মহিলা ক্রিকেট নিয়ে বড় চিন্তাভাবনা করছেন। ঘরোয়া স্তরে খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে ভারতের মহিলাদের অনূর্ধ-১৬ ক্রিকেট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেল, মেয়েদের ছোটদের ক্রিকেট চালু করার সিদ্ধান্ত সৌরভ-শাহরা নিয়েই ফেলেছেন। যে কোনও দিন সরকারি ভাবে ঘোষণা হয়ে যাবে। এখন ভারতের মহিলা ক্রিকেটে বয়সভিত্তিক স্তরে দু'টি দল রয়েছে। একটি অনূর্ধ-১৯ এবং অন্যটি অনূর্ধ-২৩।এই বছর থেকেই মেয়েদের অনূর্ধ-১৬ ঘরোয়া ক্রিকেট চালু করার পিছনে আরও একটি কারণ রয়েছে। সামনের বছর থেকে শুরু হয়ে যাবে মেয়েদের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বিশ্বকাপ হওয়ার কথা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এই প্রতিযোগিতা নিয়ম করেই হবে। অনূর্ধ-১৯ স্তরে ভারতকে ভাল কিছু করতে হলে তার আগের বয়সভিত্তিক স্তরেও ক্রিকেট শুরু করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন সৌরভরা। সেই কারণেই মেয়েদের অনূর্ধ-১৬ ঘরোয়া ক্রিকেট চালু করা হচ্ছে। অনূর্ধ-১৪ স্তরেও মেয়েদের ক্রিকেট শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের। বিসিসিআই-এর এই পদক্ষেপে খুশি ঝুলন গোস্বামী। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বললেন, "এটা অত্যন্ত ভাল উদ্যোগ। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ভাল কিছু করতে গেলে এটা ছাড়া হত না। সাপ্লাই লাইনটা ঠিক থাকা দরকার। শুধু অনূর্ধ-১৯ স্তরেই নয়, এর ফলে ভারতের সিনিয়র দলের জন্যও ক্রিকেটারদের জোগান থাকবে।"

অমরপুরে সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট ফাইনালে কাল বিবেকানন্দ-দেবারপ্রীত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ সোমবার। তাতে শক্তিশালী বিবেকানন্দ ক্লাব খেলবে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির বিরুদ্ধে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। ওই ম্যাচের জন্য দুদলই জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ফাইনালে অনেকটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে বিবেকানন্দ ক্লাব। ব্যাটিং- বোলিং সব বিভাগেই দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির ক্রিকেটারদের থেকে এগিয়ে থাকবে বিবেকানন্দ ক্লাবের ক্রিকেটাররা। প্রসঙ্গত: বৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় এলিমেনেটর ম্যাচটি হয়নি। ওই ম্যাচে শক্তিশালী আর সি সি-র মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি। পরে রান রেইটে আর সি সিকে পেছনে ফেলে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নেয় দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি। আর সি সি-র পক্ষ থেকে বৃষ্টি কমলে দ্বিতীয় এলিমেনেটর ম্যাচটি করার অনুরোধ করা হয়েছিলোয। কিন্তু উদ্যোক্তারা তাতে সাড়া দেয়নি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নেশা সামগ্রী উদ্ধার ঘিরে রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ির পুলিশের ভূমিকায় রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫জুন।। রাজ্যের মধ্যে নেশার পাচার সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ জেলার রাজনগর এলাকা। এই এলাকার রাঙ্গামুড়া হলো নেশা পাচার কারিদের কড়িডোর। বিশেষ করে রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ি থানা এলাকা। আগের আমলের মতো এই আমলেও বুক ফুলিয়ে নেশা কারবারিরা রমরমা চালিয়ে যাচ্ছে নেশা বাণিজ্য এই কড়িডোর দিয়ে। এই অবৈধ নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গত কাল রাতে অর্থাৎ শুক্রবার ঘোষখামার বাজার এলাকা থেকে নেশা সামগ্রী আটক করলো রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ির ওসি সুমন্ত ভট্টাচার্য। আগরতলা পশ্চিম থানাতে ইন্সপেক্টর পদে দায়িত্বে ছিলেন। মাসখানেক আগে রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ির ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আসেন তিনি। এই ওসি নেশাকারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রী আটকের খবর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা জানতে পেরে রাঙ্গামুড়া ফাঁড়িতে সংবাদ সংগ্রহে যাওয়ার পর তিনি জানান,নাইট পেট্রোলিং এ বের হবার পর বাইকের পিছু ধাওয়া করে রাঙ্গামুড়ার ঘোষখামার বাজার এলাকাতে অভিযান চালিয়ে বারো কেজি গাঁজা সহ পঞ্চাশটি ফেনসিডিল ও পাঁচ কেজি জিরা উদ্ধার করা হয় বলে জানান। সংবাদ সংগ্রহ করে বাড়িতে চলে আসার পর কিন্তু বিশেষ সূত্রে জানা যায় ২০কেজি গাঁজা সহ দুইটি বস্তায় তিনশ'টির উপরে ফেনসিডিল, একটি নাম্বার বিহীন বাইক ও দুটি মোবাইল উদ্ধার করে। এই সংবাদ নিয়ে বাড়িতে চলে আসার পর থানার বিশেষ সূত্রে খবর পেতেই চক্ষু চড়কগাছ সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। সূত্রে খবর জানার পর পরবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা নেশা সামগ্রী বিষয় নিয়ে কেন গোপন করা হয়েছে সেল ফোনের মাধ্যমে ওসির কাছে জানতে চাওয়ার পর আমতা আমতা করে বিশ কেজি গাঁজা ও তিনশ এর উপরে ফেনসিডিলের কথা অস্বীকার করলেও বাইক আটকের কথা স্বীকারের পাশাপাশি বলেন বাইক ও মোবাইল দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। তারা কারা কেনই বা তাদের বিরুদ্ধে এনডি পিএস এক্ট ধারায় মামলা নিলো না ওসি এই নিয়েও গুঞ্জন রয়েছে রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ি এলাকায়। বিশেষ সুত্রের সেই খবর অনুযায়ী, তাহলে আরো আট কেজি গাঁজা, আড়াইশ এর উপরে ফেনসিডিল, একটি বাইক, দুটি মোবাইল ফোন আটকের কথা কেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে গোপন রেখেছে ওসি সুমন্ত বাবু, তা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন।

পদ্মা সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি ঃ নিজস্ব

অস্মীতার লক্ষ্য এখন শুধুই অলম্পিকের স্বর্ন পদক জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫জুন।। বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের দক্ষিণ সোনাইছড়ির সোনার মেয়ে অস্মীতার চোখে এখন শুধুই অলম্পিকের স্বর্ন পদক জয়। বাবা অর্জুন কুমার দে সামান্য একটি বাই সাইকেল সারাইয়ের দোকান করেন, মা মুন্না পাটারী দে গৃহিনী। এক ছেলে দুই মেয়েকে নিয়ে তাদের সংসার। ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ এর কথা ভেবে বর্তমানে বিলোনীয়া শহরের হারুন্দাস টিলায় একটি ভাড়া বাড়ীতে থাকেন অর্জুন কুমার দে স্ত্রী মুন্না পাটারী দে সহ তাদের এক ছেলে। ইতিমধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছোট মেয়ে অস্মিতা এশিয়ান জুডু চেম্পিয়ান শিপের ডাক পেয়েছে। মেয়ের এই সফলতায় দারুন খুশি মা বাবা ভাই সহ আত্মীয় পরিজন ও শুভাকাঙ্খীরা। সকল দারিদ্রতাকে দূর করে মেয়ের স্বপ্ন পূরনের আশায় প্রহর গুনছেন সকলে।

দক্ষিন সোনাইছড়ি গ্রামের দক্ষিন সোনাইছড়ি মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী অস্মীতা, চতুর্থ শ্রেনী থেকেই বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলের জুডু শিক্ষিকা বীনা সেন দেবনাথের কাছে জুডু শেখার হাতেখড়ি। সেই থেকে শুরু আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একদিকে নিজের শারীরিক কসরত অন্য দিকে লেখা পড়া দুইই তার চলছে সমান গতিতে, সপ্তম শ্রেনীতে পড়াচলা কালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ন্যাশাল জুডুতে অংশ গ্রহন করে ছোট্ট অস্মীতা সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। ২০১৫ সালে আগরতলা স্পোর্টস স্কুলে পড়াশুনা শুরু। জীবন বাজি রেখে মেয়ের জন্য সবটা উজার করতে প্রস্তুত ক্রীড়া প্রেমী অর্জুন কুমার ও মুন্না দেবী। স্পোর্ষ্টস স্কুলে মানিক দেবের হাতে শুরু বিলোনীয়ার গর্ব অস্মীতার জুডুর প্রশিক্ষন। দৃড় প্রত্যয়ী পরিশ্রমী অস্মীতা প্রথমে সাব জুনিয়ার ৩২ কেজিতে সিলভার জয় করে। ২০১৮ সালে অস্মীতা ভূপাল সাই স্কুলে চলে যায়।

সেখানে এস পাল সোলাঙ্কির কাছে প্রশিক্ষন নিতে শুরু করে। এর মধ্যে গুজরাটে অনুষ্ঠিত ২০১৯ সালে সাব জুনিয়ার স্কুল ন্যাশানেলে স্বর্ন পদক জয়, এছাড়া আরো একাধিক জাতীয় পুরুস্কার ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় অস্মীতা। সর্বশেষ ২০২২ সালে কানপুরে অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি এবং বেঙ্গালুড়ুতে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়াতে ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জয়ী হয়ে গোটা দেশের সামনে ত্রিপুরা সহ বিলোনীয়ার নাম উজ্বল করলো সোনার মেয়ে অস্মীতা। ভূপালের আই পি সি বরকৎ উল্লা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্রী বিলোনীয়ার দক্ষিন সোনাইছড়ি গ্রামের ছোট্ট অস্মীতা বর্তমানে বিশ্ব এশিয়ান জুডু দলের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। মনে একটাই স্বপ্ন অলম্পিকে সোনা জয়।

ফলন ভাল হলেও দাম কম, হতাশ তেলিয়ামুড়ার লেবু চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫জুন।। এলাচি লেবুর দাম নিম্নমুখী হওয়াতে ক্ষুদ্র লেবু চাষিরা দিশেহারা। দাবি সরকারি সাহায্যের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হাওয়াই বাড়ি এলাকায়। সুদীর্ঘ বহুকাল ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হাওয়াই বাড়ির বিস্তীর্ণ এলাকায় উৎপাদিত সুস্বাদু রসালো এবং স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এলাচি লেবু রাজ্য সহ বহিঃ রাজ্যের বাজারে চাহিদা বিপুল পরিমাণে রয়েছে। তবে এলাচি লেবু উৎপাদন বেশি হলে বেশি পরিমাণে যোগান দিতে পারে এলাচি লেবু চাষিরা।অনেক অনেক লেবু চাষিরা রয়েছেন যারা লেবু চাষের উপর নির্ভর করে সংসারের যাবতীয় ভরণপোষণ জুটিয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে। লেবু চাষের জমি তৈরি করা থেকে শুরু করে বছর বছর পরিচর্যার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়। অনেক বছর লেবুর উৎপাদন কম থাকলে চাষিরা লাভের মুখ খুবই কম দেখেন। আবার অনেক সময় উৎপাদন বেশি হলেও লাভের মুখ তেমন ভাবে দেখেন না।কারণ একটাই উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে লেবুর দাম তুলনামূলক কমতে থাকে। আর তাতে করে লেবু চাষিরা লেবু বাজারজাত করে থাকলেও সেই রকম মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। হাওয়াই বাড়ি এলাকার এলাচি লেবু সুস্বাদু রসালো এবং স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় হওয়ার কারণে রাজ্য এবং বহি রাজ্যের বাজারগুলিতে চাহিদা রয়েছে অনেক বেশি। বর্তমানে হাওয়াই বাড়ি ছাড়াও কুকি বস্তি, ছংলং পাড়া, তুই চাকমা সহ বড়মুড়া পাহাড় এর বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষেরা এলাচি লেবু চাষ করে থাকে। এদিকে এক এলাচি লেবু চাষী তথা ভুঙ্গাপু কুমার বিস্তারিত জানান, এলাচি লেবু বিগত বছর গুলোর তুলনায় এবছর অনেকাংশেই ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পাইকারি দরে লেবু বিক্রি করতে হচ্ছে ৩০০ টাকায় ১০০০ এলাচি লেবু। আর তার ফলে লেবু বাগানের পরিচর্যার টাকা ও উঠবে কি না তা নিয়ে রয়েছে সন্দেহ। তিনি আরো জানান, প্রতিবছরের লেবুর বিক্রির উপর সংসারের বিষয়া ভরণপোষণ জুগিয়ে থাকে ভুঙ্গাপো কুকি। তবে সরকারি সাহায্য পেলে লেবু চাষিরা লেবু উৎপাদনে উৎসাহ পাবে।তবে এখন দেখার বিষয় লেবু চাষের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষির তত্ত্বাবধায়ক লেবু চাষীদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে কতটুক সময় নেয়।

তৃষ্ণা রেঞ্জের বনকর্মীরা কেটে দিল বহু রাবার গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫জুন।। সাত থেকে আট পরিবার অভিযোগ তৃষ্ণা রেঞ্জের বনদপ্তরের বিরুদ্ধে। কোন নোটিশ ছাড়াই, বনদপ্তরে জায়গা উদ্ধার করার নামে কেটে ধ্বংস করে দেয় বহু বছরের পুরানো রাবার বাগান। ঘটনাটি ঘটে রাজনগর ব্লকের দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের রাজনগর এলাকায়। ভারত বাংলা সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার ফলে ঐ এলাকার কিছু জনগণের জমি থেকে শুরু করে, বাড়ি ঘরের জায়গা কাঁটাতারের ওই পাড়ে পরে যায়।

কাঁটাতারের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তৎকালীন সরকার তাদেরকে পুনর্বাসন হিসেবে ব্যাবস্থা করে দেন বনদপ্তরের জায়গাকে। বসবাসকারি পরিবারগুলি জীবন জীবিকা নির্বাহ করার জন্য আশেপাশের জায়গা গুলোতে রাবার বাগান করে। কিন্তু সেই সময়ে বন দপ্তরের আধিকারিকরা বাঁধা দেয়নি বলে জানায় ক্ষতিগ্রস্থরা। অভিযোগ বেছে বেছে কিছু পরিবারের বাগান ধ্বংস করে দিচ্ছে বনদপ্তর। খবর পেয়ে ছুটে যান বিধায়ক সুধন দাস। বিধায়ককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন ক্ষতিগ্রস্তরা। তাদের জীবন জীবিকার উপার্জনের উপর বন দফতরের এমন ঘটনার নিন্দা জানান বিধায়ক সুধন দাস। বন দফতরের উচ্চ আধিকারিকদের সাথে কথা বলবেন পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তারও দাবি করবেন বলেও জানান বিধায়ক সুধন দাস।

স্পেন-মরক্কো সীমান্তে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ আফ্রিকাবাসীর মৃত্যু

মাদ্রিদ, ২৫ জুন (হি. স.) : স্পেনের উত্তর আফ্রিকার ছিটমহল মেলিলা সংলগ্ন মরক্কো সীমান্তে ঢোকার চেষ্টা করলে আফ্রিকার প্রবাসী এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে দুই ঘন্টার সংঘর্ষে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ আফ্রিকান মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার প্রায় দুহাজার আফ্রিকান প্রবাসী সীমান্তে একটি উঁচু লোহার ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ সময় সেখানে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, ১৩৩ জন অভিবাসী মরক্কোর শহর নাদোর এবং মেলিলার মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। উল্লেখ্য, গত মাসে স্পেন ও মরক্কোর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতির পর এই প্রথম এত বিপুল সংখ্যক আফ্রিকান অভিবাসী সীমান্ত অতিক্রম করেছে। মেলিলায় স্প্যানিশ সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন, প্রায় দুহাজার লোক সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল। স্প্যানিশ সিভিল গার্ড পুলিশ এবং মরক্কোর নিরাপত্তা বাহিনী বেড়ার দুপাশে অনেককে আটকে দিয়েছে। লোহার বেড়া বেয়ে উঠতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে ভূমিকম্পের মহড়া হল কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ২৫ জুন।। ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতেই ভূমিকম্পের উপর কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। আজ অর্থাৎ শনিবার দুপুরে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্কাউট অ্যান্ড গাইড এর সহযোগিতায় এক দিবসীয় মহড়া অনুষ্ঠিত হয় স্কুলে। প্রতিমাসে কল্যাণপুর এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে এমন মহড়া দিয়ে থাকে স্কাউট অ্যান্ড গাইড এর সদস্যরা। মূলত উদ্দেশ্য একটাই ভূমিকম্প এলে বা বন্যা ঘরে ছাত্র ছাত্রীরা কিভাবে বাঁচবে এবং তাদের পরিবারকে কিভাবে রক্ষা করবে সেই উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে এবং বিভিন্ন ট্রেনিং এর মধ্য দিয়ে শেখানো হয় এই ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্য। এদিন এই মহড়া পরিচালনা করেন স্কাউট অ্যান্ড গাইড এর কল্যাণপুর ইউনিট মাস্টার অভিজিৎ আচার্য। তার পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকার ও বিভিন্ন আলোচনা করেন বা আলোকপাত করেন এই বিষয়ের উপর। এমন মহড়া শিখতে পেরেছ ছাত্রীরাও বেজায় খুশি। বিশেষ করে নবম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা বেশি করে অংশ নিয়েছি। একজন ছাত্র সে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ছোট বেলা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন জিনিস শেখানো উচিৎ বলে মনে করেন অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক কানাই শীল। পাশাপাশি তিনি প্রত্যেক কে সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানান। তবেই আরো এগিয়ে যাবে সমাজ।

শিন্দেদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব শিবসেনার কর্মসমিতিতে, যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনে

মুম্বই, ২৫ জুন (হি. স.) : একনাথ শিন্দে এবং তাঁর অনুগামী বিধায়কদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিল শিবসেনার জাতীয় কর্মসমিতি। শনিবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাবে, শিন্ডে গোষ্ঠীকে যেন বালাসাহেব ঠাকরের নাম ব্যবহার করতে না দেওয়া হয়। এদিনই শিন্ডে গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে, তাদের নতুন দল বা মঞ্চের নাম হবে শিবসেনা বালাসাহেব। শনিবার দলের কর্মসমিতির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেন, শিন্ডেদের বালাসাহেবের নাম উচ্চারণ করার কোনও অধিকার নেই। সাহস থাকলে তাঁরা তাঁদের বাবাদের নামে ভোট চান। দেখা যাবে, কত ভোট পান। দলের অন্দরের খবর, এদিন বৈঠকে উদ্ধবের মেজাজ ছিল অত্যন্ত চড়া। গত কয়েক দিন ধরে তাঁকে যেমন মনমরা দেখাচ্ছিল, শনিবার সেরকম কিছু মনে হয়নি। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন রণংদেহি মেজাজে। তাঁর শরীরী ভাষা বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন এবং বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না। কর্মসমিতির বৈঠকে উদ্ধব রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তের বাইরে চলে না যায়, সেদিকে নজর রাখতে বলেন দলের নেতা-কর্মীদের। তার আগেই অবশ্য উল্লাসনগরে শিন্ডের ছেলে এবং সংসদ সদস্য শ্রীকান্ত শিন্ডের অফিসে ভাঙচুর চালান শিবসেনা সমর্থকরা। পুণেতে এক বিক্ষুব্ধ বিধায়কের অফিসেও হামলা হয়েছে। মুম্বই শহরে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।

পিআর বাড়িতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫জুন।। বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর পিয়ার বাড়ি থানাদিন-রাধানগর ১ নং টিলা এলাকা থেকে মৃত কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্তীর পুত্র আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী বাবুল চক্রবর্তী দীর্ঘদিনযাবত নানান ব্যধিতে রোগাক্রান্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রনায় শেষ অব্দি বেছে নিলেন আত্মহত্যার পথ। ঘটনায় জানা যায়, শুক্রবার রাতে বাড়িতে সবকিছু ঠিকঠাক চললেও শনিবার সাতসকালে ওনার স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে স্বামীকে বাড়ীতে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে গিয়ে বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে একটি জাম গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় স্বামী বাবুল চক্রবর্তীর দেহ। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় পি আর বাড়ি থানার পুলিশকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ নিয়ে আসা হয় হাসপাতাল মর্গে।

আগামী ৩০ জুন ওয়ানাড পৌঁছবেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) : তিন দিনের সফরে কেরলে নিজের লোকসভা কেন্দ্র ওয়ানাড-এ পৌঁছবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। অভিযোগ, এসএফআই কর্মীরা তাঁর কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে কার্যালয় পরিদর্শনে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। ওয়ানাড জেলা কংগ্রেস কমিটি (ডিসিসি) আগামী বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধীর এই সফরের জন্য একটি উতাহী সংবর্ধনার ব্যবস্থা করছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে, শুক্রবার এখানে রাহুল গান্ধীর অফিসে হামলার প্রতিবাদে শনিবার কালপেট্টায় কংগ্রেস দল একটি মহা সমাবেশের আয়োজন করছে। মহা সমাবেশে যোগ দিতে এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল, কেরল বিধানসভার বিরোধী নেতা ভিডি সতীসান, কেপিসিসি সভাপতি কে সুধাকরণ সহ কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা এখানে পৌঁছেছেন।

হামলার ঘটনায় এসএফআই ওয়ানাড জেলা সভাপতি জয়াল জোসেফ এবং জেলা সম্পাদক জিষ্ণু শাজি সহ ১৯ জন এসএফআই কর্মীকে এখনও পর্যন্ত পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত মুখ্য সচিবকে (স্বরাষ্ট্র) তদন্ত শেষ করে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে, সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ওয়ানাডে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক প্রতিবাদ এভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়। এটা মেনে নেওয়া যায় না।' হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দশজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম/তেলিয়ামুড়া/কল্যাণপুর, ২৫জুন।। সাতসকালে যান দুর্ঘটনা ঘটেছে। শনিবার উদয়পুর-কাকড়াবন রোডে কাকড়াবনের দিক থেকে আসা একটি মারুতি ভ্যান যার নাম্বার টিআর০৩এম০৪০৯ উদয়পুরের দিকে যাওয়ার সময় জামজুড়ি বিওসি সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার মোড় নিতে গিয়ে হঠাৎ করে গাড়িটি তার পাশের একটি জঙ্গলের পুকুরে পড়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণে গাড়ির চালক দেবাশীষ দে জানিয়েছেন, হঠাৎ গাড়িটি চলন্ত অবস্থায় একটি পোকা তার পায়ে কামড় মারে। তখন সে গাড়িটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি এবং পুকুরে পড়ে যায়। পরবর্তীতে গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিশালগড় এর রাস্তার মাথা এলাকায় আগরতলা জাতীয় সড়ক পথ দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম কেশব দেবনাথ। জানা যায় রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী বাস তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। বাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত কেশব দেবনাথ নামে ওই যুবককে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কেশব দেবনাথের পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে ঘটনার পরপরই বাসটি পালিয়ে যাওয়ায় এখনো পর্যন্ত বাসটিকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

প্রতিনিয়ত রাজ্যের কোথাও না কোথাও যান দুর্ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। আবারো অটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত হয় তিনজন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানী কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে শনিবার।জানা যায়, আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক ধরে ১৮ মুড়ার দিক থেকে তেলিয়ামুড়ার থেকে আসার পথে একটি অটো গাড়ি মহারানীপুর কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় আসা মাত্রই আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় এবং দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার কবলে পড়া অটো গাড়িটিতে মোট ছিল তিনজন। তৎক্ষণাৎ এলাকার লোকজন এই দুর্ঘটনার খবর দেয় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কর্মীদের। তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং তৎক্ষনাত দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো গাড়িতে থাকা তিন জনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। এদিকে, কল্যাণপুরে অটো গাড়ি দুর্ঘটনায় শিশু সহ ছয় জন আহত। জনমনে চাঞ্চল্য। এর মধ্যে দুজনকে পাঠানো হয় আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবির ট্রমা সেন্টারে। ঘটনা শনিবার দুপুরে কল্যাণপুর থানা এলাকার তোতাবাড়িতে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এদিন দুপুরে অটো গাড়ি তেলিয়ামুড়া থেকে কল্যাণপুরে যাবার পথে চালকের অসাবধানতা তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কের উপর তোতাবাড়ি ইকো পার্কের পাশে একটি গাছে ধাক্কা লেগে পাল্টি খেয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় বলে পুলিশ জানায়। গাড়িতে শিশু সহ ৫ জন জন যাত্রী ছিলেন। শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি। আহতদের কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অশ্বিনী দেববর্মা।বয়স ৫৮। বাড়ি ওয়ারেন্টু এবং নব লক্ষমি দেববর্মা। বয়স ৬০। বাড়ি বড় ময়দান। উনাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবির ট্রমা সেন্টারে রেফার করেন। পাশাপাশি সামান্য আহত হন অপর দুই যাত্রী মঞ্জু দেববর্মা। বয়স ৩০। রিমা দেববর্মা।বয়স ২৫। তাদের বাড়ি রামদুলাল পাড়া। অপরদিকে একজন শিশু অপরজন চালক ও আঘাত প্রাপ্ত হন। এই চারজন কে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে কল্যাণপুর থানার এসআই প্রিয় রঞ্জন সাহা জানান অটো গাড়ি এবং গাড়ির চালক দু''জনকে আটক করা হয়। দুর্ঘটনার খবর জনমনে বেশ চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে কল্যাণপুরে দিনের-পর-দিন পথদুর্ঘটনা বেড়েই চলছে।

রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে জোরকদমে চলছে রথ সাজানোর প্রস্তুতি। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।